গাজার জন্য ওয়াশিংটন ও লন্ডনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

সারে-জমিন

রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে আলোচনা সভা

রূপসী বাংলা

এই দেশ, এই ঐতিহ্য

সম্পাদকীয়

আকড়ায় তবলিগি জামাতের তিন দিনের ইজতেমা

সাধারণ

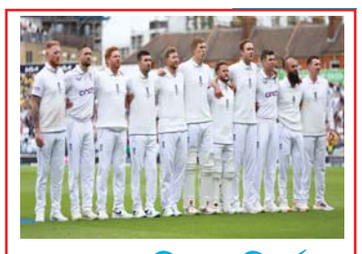

ভারতে স্পিন নির্ভর উইকেট নিয়ে অভিযোগ করবে না ইংল্যান্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৫ জানুয়ারি, ২০২৪
২৯ পৌষ ১৪৩০
২ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 15 ■ Daily APONZONE ■ 15 January 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

গুজরাতে রাস্তার ধারে ট্রাক থামিয়ে নামাজ পড়ায় চালক গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতের বানসকান্থা জেলায় সরকারি অনুমতি ছাড়া ব্যস্ত রাস্তার পাশে নামাজ পড়ার অভিযোগে এক ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পালনপুর (পশ্চিম) থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত শুক্রবার মহাসড়কে জনবহুল মোড়ের কাছে নামাজের ঘটনা ঘটে। বাচল খান (৩৭) নামে এক ট্রাক চালক পালনপুর শহরের কাছে হাইওয়ের একটি ব্যস্ত মোড়ের পাশে ট্রাক থামিয়ে 'নামাজ' আদায় করেন । এরই মধ্যে কেউ একজন ভিডিওটি রেকর্ড করে পোস্ট করলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এর পরে পুলিশ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৩ (জনসমক্ষে বিপদ), ১৮৬ (সরকারি কর্মচারীকে তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া) এবং ১৮৮ (সরকারি কর্মচারীর আদেশ অমান্য করা) ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক। তার বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা।

এর আগে গুজরাতের ভাদোদরার মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে নামাজ পড়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। এর পরেই সুরাটের একটি পার্কে পাবলিক প্লেসে নামাজ পড়ার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি ওঠে।

এছাড়া, শুধু গুজরাত নয়, বিজেপি শাসিত আরও রাজ্য উত্তরপ্রদেশে গত জুন মাসে একটি কোচিং ইন্সটিটিউট কাম মাদ্রাসার মধ্যে নামাজ পড়ায় প্রতিবেশী হিন্দুরা আপত্তি করায় গ্রেফতার করা হয়েছিল মাদ্রাসার কর্ণধার মাওলানা শওকাত আলি।

এছাড়া, গত জুলাই মাসে মুজাফফরনগর শহরের একটি মসজিদের বাইরে রাস্তায় নামাজ পড়ার অভিযোগে ইমাম মাওলানা নাসিমকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। রাস্তায় জুমার নামাজ আদায়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর আরও ২৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আয়ুশ বিক্রম সিং জানান, রেহমান মসজিদের ইমামকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারায় গ্রেফতার করা হয়।

অশান্ত মণিপুর নিয়ে মোদিকে নিশানা রাহুলের

সম্প্রীতি, শান্তি ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকারে 'ন্যায় যাত্রা'র শুরু

আপনজন ডেস্ক: জাতিগত সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত মণিপুরে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার নিয়ে রবিবার মণিপুর থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। গত বছরের মে মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই রাজ্যে শুরু হওয়া সহিংসতায় ১৮০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে। থাউবালের খোংজম ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে সফর শুরু করেন কংগ্রেস নেতা। এদিন মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের দক্ষিণে থৌবালে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী মোদি, বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মণিপুর সফরের সময় পাননি। হয়তো মণিপুর মোদিজি, বিজেপি এবং আরএসএসের জন্য ভারতের অংশ নয়!

মণিপুরে কংগ্রেস নেতাদের ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল, যার জন্য রাহুল গান্ধি মঞ্চে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

যাত্রার সূচনা উপলক্ষে জনগণের উদ্দেশে রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, ২৯ শে জুন থেকে মণিপুরে শাসনের সম্পূর্ণ কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্বেষ। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে বলেন, আজ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যাওয়ার সময় পাননি।

রাহুল গান্ধি বলেন, আমি ২৯শে জুন মণিপুরে এসেছি। এই সফরে যা দেখেছি, শুনেছি, তা আগে কখনো শুনিনি বা দেখিনি। আমি ২০০৪ সাল থেকে রাজনীতি করছি। প্রথমবারের মতো আমি ভারতের একটি রাজ্যে গিয়েছিলাম যেখানে পুরো সরকার কাঠামো ভেঙে পড়েছে। আমরা যাকে মণিপুর বলতাম তা আর মণিপুর নেই। ঘৃণা ছড়িয়েছে সর্বত্র। লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমাদের চোখের সামনে ভাই-বোন ও বাবা-মাকে হত্যা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী আপনার চোখের জল মুছতে, জড়িয়ে ধরতে বা হাত ধরতে মণিপুরে আসেননি। এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার।

আপনার দৃশ্যমান ব্যথা তাদের ব্যথা এবং কষ্ট নয়।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, আপনারা যা মূল্য দিয়েছেন তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু আপনারা যা মূল্যবান করেছেন আমরা তা আবার খুঁজে বের করব এবং তা আপনাদের কাছে ফিরিয়ে আনব। আমরা মণিপুরের মানুষের কষ্ট বুঝি।আপনারা যে কষ্ট, ক্ষতি এবং দুঃখের মধ্য দিয়ে গেছেন তা আমরা বুঝতে পারি। আমরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আপনারা যা লালন করেছেন আমরা তা ফিরিয়ে আনব, আমরা সেই সম্প্রীতি, শান্তি, ভালবাসা ফিরিয়ে আনব যার জন্য এই রাজ্যটি সর্বদা পরিচিত।

রাহুল গান্ধি বলেন, আমি চেয়েছিলাম আমরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভ্রমণ করি, যেমন আমরা পায়ে হেঁটে যেতাম। যাত্রা শুরু করার জন্য লোকেরা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছিল, কেউ পূর্ব থেকে এবং কেউ পশ্চিম থেকে বলছিল কিন্তু আমি বলেছিলাম, পরবর্তী ভারত জোড়া যাত্রা শুধুমাত্র মণিপুর থেকে শুরু হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আমরা বিদ্বেষ নির্মূল এবং ভারতকে একসঙ্গে আবদ্ধ করার কথা বলেছি। আমরা ভারত জোড়া যাত্রা প্রথম এই প্রচারণা শুরু করেছি। লোকেরা আমাদের বলেছিল যে আমাদের পূর্ব থেকে পশ্চিমে তীর্থযাত্রা করা উচিত, যেমনটি আমরা কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত করেছি। আমাদের সময় কম থাকায় আমরা বাস ব্যবহার করে এটিকে একটি হাইব্রিড তীর্থযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল ন্যায় যাত্রা, কিন্তু রাজ্য সরকার কংগ্রেসের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করার পরে এটি থৌবালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। থৌবাল রাজধানী শহরের কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার পতাকা নেড়ে সূচনা করেন। এদিন সলমান খুরশিদ, রাজীব শুক্লা, আনন্দ শর্মা, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা, অশোক গেহলট, অভিষেক মনু সিংভি, ভূপিন্দর সিং হুডা, শচীন পাইলট, দাগোজয় সিং, প্রমোদ তিওয়ারি সহ প্রায় ৭০জন নেতা দিল্লি থেকে ফ্লাইটে এসেছিলেন। রাহুলের সঙ্গে তারা ইম্ফল গিয়েছিলেন। ন্যায় যাত্রাটি ৬,৭১৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ১০০ টি লোকসভা কেন্দ্র এবং ৩৩৭ টি বিধানসভা কেন্দ্র অতিক্রম করবে এবং ১১০ টি জেলা অতিক্রম করবে। ৬৭ দিন পর ২০ মার্চ মুম্বাইয়ে শেষ হবে ন্যায় যাত্রা।

সুপ্রিম কোর্টে পিছল শুনানি, ফের আটকে প্রাথমিকে নিয়োগ

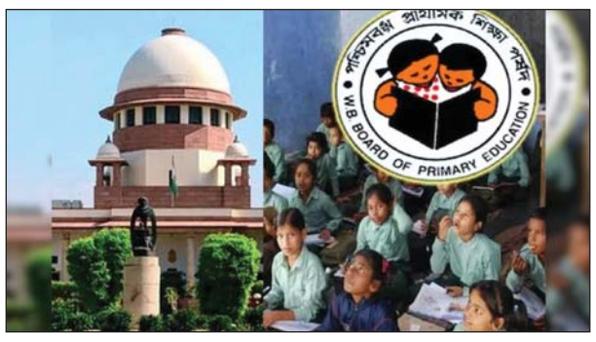

আপনজন ডেস্ক: প্রাথমিকে স্কুল শিক্ষক নিয়োগে জট খুলল না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিমা কোহলি ও বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের বেঞ্চ রাজ্যে প্রাথমিকে নিয়োগ মামলার শুনানি পিছিয়ে ২২ জানুয়ারি করে দিল। ফলে, প্রাথমিকে যে ১১ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, তা ঝুলেই রইল।

উল্লেখ্য, গত বছর প্রায় সাড়ে এগারো হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গত সেপ্টেম্বরে তারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, টেট উত্তীর্ণ ২০২০-২০২২ শিক্ষাবর্ষে প্রশিক্ষণরত ডিএলএড প্রার্থীরা এবং ওই কোর্সের প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। পর্ষদের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। তখন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেন। পরে হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ পর্ষদের ওই বিজ্ঞপ্তি খারিজ করে দেয়। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, প্রশিক্ষণরত প্রার্থীরা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। শিক্ষক হতে গেলে প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পূর্ণ করতে হবে। পরে অবশ্য দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্ষদ ডিএলএড প্রশিক্ষণ শেষ করা প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়ার কথা জানায়। সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয় ডিএলএড প্রশিক্ষণ শেষ করা প্রার্থীদের পাশাপাশি প্রশিক্ষণরত ডিএলএডরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিনা সেই নিয়ে।

তার বিরুদ্ধে ডিএলএড প্রশিক্ষণরতরা ফের মামলায় শরিক হন। সৌমেন পাল-সহ মূল মামলাকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি দেখান, পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ওই কোর্সের ২০২০-২২ শিক্ষাবর্ষ শেষ হচ্ছে জুন মাসে। আর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে নভেম্বর মাস থেকে। ফলে ডিএলএড প্রশিক্ষণরতদের সুযোগ দেওয়া উচিত। ওই মামলায় গত বছর ২৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের বেঞ্চ জানায়, আদালতের নির্দেশ ছাড়া ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মেধাতালিকা প্রকাশ করতে পারবে না পর্ষদ। তার পর থেকে মামলাটির শুনানি বহু বার পিছিয়ে গিয়েছে। এবার আরও একবার পিছিয়ে গেল শুনানি। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, ২২ জানুয়ারি মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে।

ভারতকে ১৫ মার্চের মধ্যে সব সেনা সরাতে বলল মালদ্বীপ

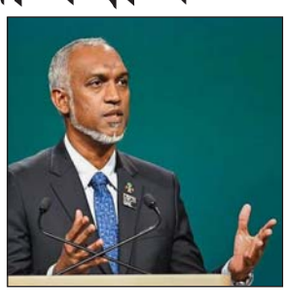

আপনজন ডেস্ক: মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু ভারতকে ১৫ মার্চের মধ্যে তার দেশ থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। শনিবার চীন সফর শেষে দেশে ফেরার পরপরই এ নির্দেশ দিলেন তিনি। সরকারের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মালদ্বীপে ৮৮ জন ভারতীয় সেনা রয়েছেন। এক প্রেস ব্রিফিংয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের পাবলিক পলিসি সেক্রেটারি আবদুল্লাহ নাজিম ইব্রাহিম বলেন, প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে ১৫ মার্চের মধ্যে তাদের সেনা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই এরপর ভারতীয় সেনারা মালদ্বীপে থাকতে পারবে না। এটা প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুইজ্জু এবং এই প্রশাসনের নীতি।

মালদ্বীপ ও ভারত সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কোর গ্রুপ গঠন করেছে। রবিবার সকালে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদর দপ্তরে এই গ্রুপের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভারতীয় হাইকমিশনার মুনু মহাওয়ারও উপস্থিত ছিলেন। নাজিম বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৈঠকের এজেন্ডা ছিল ১৫ মার্চের মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ। ভারত সরকার তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের সত্যতা নিশ্চিত করেনি বা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। গত বছরের ১৭ নভেম্বর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন চিনপন্থী নেতা হিসেবে বিবেচিত মুইজ্জু। তিনি ভারতকে তার দেশ থেকে সেনা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মালদ্বীপের জনগণ তাকে এই অনুরোধ করার জন্য 'জোরালো ম্যান্ডেট' দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে মুইজ্জু সরকারের তিন উপমন্ত্রীর আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে দুই দেশের মধ্যে বিরোধের মধ্যে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের অনুরোধ।

চিন থেকে ফেরার পর শনিবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু পরোক্ষভাবে ভারতকে আক্রমণ করেন। কোনও দেশের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'আমরা ছোট হতে পারি, কিন্তু এটা আপনাকে আমাদের ধমক দেওয়ার লাইসেন্স দেয় না। তিনি অন্যান্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য এবং ওষুধ এবং ভোগ্যপণ্য আমদানি নিশ্চিত করা সহ ভারতের উপর দেশের নির্ভরতা হ্রাস করার পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমরা কারো বাড়ির উঠোনে নেই। আমরা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ·)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

পর্যটক টানতে ‘মিষ্টি মুখে মুর্শিদাবাদ’ অনুষ্ঠান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আপনজন: জানুয়ারি মাস মানেই মুর্শিদাবাদ শহরে আনাগোনা শুরু হয় পর্যটকদের। তার পাশাপাশি সোমবার বাঙালির এক বিশেষ দিন পৌষ পার্বণ। সেই উপলক্ষে ওয়াসিফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস এর সম্মুখে হাওয়া মহলে দুদিনের ‘মিষ্টি মুখে মুর্শিদাবাদ’ নামক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। জেলার পর্যটন নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠনের সদস্যরা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিখ্যাত মিষ্টি যেমন ছানাবড়া, ঝুড়ি দই, রাবড়ি দই, পিঠে-পুলি, নলেন গুড়ের রসগোল্লা সহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির সম্ভার নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রবিবার।
রবিবার এবং সোমবার দুদিন এই অনুষ্ঠান হবে বলে জানান উদ্যোক্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধর, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের রায়গঞ্জ শাখার ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ এম সি যোশী, ছোটো নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।
অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা প্রজ্জল হালদার বলেন, ‘মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষ তো বটেই পাশাপাশি বাইরে থেকে আগত পর্যটকদের কাছে মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত মিষ্টি গুলোর পরিচয় করিয়ে দিতেই ওয়াসিফ মঞ্জিলের সামনে আমাদের এই প্রয়াস। পাশাপাশি শীতের মধ্যে পৌষপার্বণ উপলক্ষে পিঠেপুলির বিভিন্ন সম্ভার রাখা হয়েছে এখানে।’

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সাইঁথিয়ায়ও

আজিম শেখ ● বীরভূম
আপনজন: রবিবার রাহুল গান্ধি হিংসা বিধ্বস্ত মণিপুর রাজ্যে থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেছেন। এদিন দেশের প্রতিটি ব্লক কংগ্রেস এ নিয়ে কর্মসূচি নেয়। সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বেও এই কর্মসূচি পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম সেখ ও সাঁইথিয়া ব্লক কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি অসীম ব্যানার্জি ও অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতিগন।

কেন্দ্রের পরিবহণ আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্বরূপনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর
আপনজন: সীমান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কালা আইনের বিরুদ্ধে অরাজনৈতিক ট্রাক চালকদের রবিবার পথ অবরোধ হয়। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ বাহিনী। দীর্ঘ আলোচনার পর পথ অবরোধ উঠে। কেন্দ্রীয় সরকার কালা আইনের বিরুদ্ধে চালক ও তার পরিবারের সদস্যরা রবিবার স্বরূপনগরে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ শুরু করে।
কেন্দ্রীয় সরকার ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে নতুন আইন আনতে চলেছে তার প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার সারাফুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সারাফুল ডাকবাংলা তিন রাস্তার মোড়ে লরি ,বাস, ছোট গাড়ি সহ তিনটি রুটের প্রায় ১০০ গাড়ি বন্ধ করে রবিবার সকাল থেকে দীর্ঘক্ষণ তারা রাস্তার উপরে অবস্থান বিক্ষোভ প্রতিবাদ শুরু করে। ইতিমধ্যে এই বিল বাস্তবায়িত হলে ট্রাক চালকদের ভবিষ্যৎ এমন কি আগামী দিনের রুজি রোজগার অনেকটাই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে এমনটাই অভিযোগ চালকদের।কারণ দুর্ঘটনায় মারা গেলে ১০ বছরের জেল ও ৭ লক্ষ টাকার জরিমানা ।এরই প্রতিবাদে রবিবার দফায় দফায় বিক্ষোভে সামিল হয় ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের স্বরূপ নগরের একাধিক বাস ট্রাক ও ছোট গাড়ি রোডের চালক ও খালাসিরা। চালকদের দাবি অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করে বিল বাতিল করার দাবি জানানো হয়। তারই প্রতিবাদে রবিবার ট্রাক চালক এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ শুরু করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এর দরুন ওই এলাকায় দীর্ঘক্ষণ স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যাহত হয়।

মন্দিরের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাসনাবাদ
আপনজন: মন্দিরের গেটের তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি । লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী।উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানা এলাকায় মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুড়াগাছা গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় এক হরিসভা গোপাল ঠাকুরের মন্দিরের তালা ভেঙে সোনা ও রুপোর গহনা সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রিক নিয়ে পালালো দুষ্কৃতীরা। রবিবার সকাল বেলা গ্রামবাসীরা দেখতে পায় ওই গোপাল ঠাকুরের মন্দিরের মূল গেটে তালা ভাঙ্গা। গোপাল ঠাকুরের মাথার মুকুট, কানের দুল এবং সোনা রুপোর গহনা সহ সব খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলে হাসনাবাদ থানার পুলিশ গেলে তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে। রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা । পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা শুরু হয়। অন্যদিকে,বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দুটি বাড়ি। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। কোন রকমে প্রাণে বাঁচলেন পরিবারের সদস্যরা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া আনার গোপালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর মাদারতলা ঘটনা। গ্যাস অফিসের সন্নিকটে দীপা রুইদাস ও ভরত রুইদাস দুটি ঘর আগুন লেগে যায় শনিবার রাত আটটা নাগাদ। ঘরে থাকা পরিবারের সদস্যরা আগুন দেখতে পেয়ে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়। কোন রকম ভাবে প্রাণের রক্ষা পায়। ঘরে থাকা জিনিসপত্র সামগ্রিক পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে হাড়োয়া থানার পুলিশ যায় । দমকল যাওয়ার আগে দুটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘরে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আসবার জিনিস সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাথমিক অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। দমকল ও হাড়োয়ার পুলিশ আগুন লাগার তদন্ত শুরু করেছে ।

মেদিনীপুরে জেসিবি দিয়ে একের পর এক দোকান ভেঙে ফেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর
আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরের ভেতরে গোলকুয়াচক এলাকায় রবিবার ভোররাতে অতর্কিতভাবে জেসিবি নিয়ে প্রবেশ বহিরাগতদের। মুখ কাপড়ে ঢেকে পরপর ভেঙে দেওয়া হল গোলকুয়া চক এলাকার কয়েকটি দোকান। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ছুটে এলো পুলিশ। তবে ততক্ষণে ফেরার জেসিবি সহ অভিযুক্তরা। সকালে ঘটনাস্থলে বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক ও পৌরসভার আধিকারিকেরা। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন পৌরপ্রধান সহ ব্যবসায়ীরা।
মেদিনীপুর শহরের গোলকুয়া চক এলাকায় রাস্তার পাশে একটি বড় স্থানে প্রমোটিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে।। পাশেই রাস্তার পাশে থাকা বেশ কিছু দোকান উচ্ছেদ নিয়ে মামলা চলছিল। এর মাঝেই রবিবার ভোর সাড়ে তিনটা নাগাদ সেই দোকানগুলি অতর্কিতভাবে ভেঙে ফেলল একদল লোকজন। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে এসেছিলেন এক দোকানদার। তাঁর দাবি মুখে কাপড় বেঁধে মুখ ঢেকে জন চল্লিশ বহিরাগত এই দোকান ভাঙার কাজ করেছে। তারা সশস্ত্র অবস্থায় ছিল বলেও দাবি তাদের। ঘটনার পর রবিবার সকালে সেখানে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক। মেদিনীপুর পৌরসভার পৌর প্রধান সৌমেন খান, স্থানীয় কাউন্সিলর সৌরভ বসু ও অন্যান্যরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন সকলে। স্থানীয়দের বেশিরভাগের দাবি-” জায়গা দখল নিতে প্রোমোটারদের ইশারাতেই এই দুষ্কৃতি হামলা।”
পৌরপ্রধান সৌমেন খান জানান-” কয়েকজনকে চিহ্নিত করা গেছে। আমরা অবিলম্বে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছি। সেই সঙ্গে বেআইনিভাবে বিনা অনুমতিতে এই ভাঙ্গার কাজ করায় জেসিবি গুলিকেও বাজেয়াপ্ত করার দাবি করেছে পুলিশের কাছে।”
ঘটনার জেরে প্রোমোটারদের তান্ডব নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথামিক ভাবে দুজনকে আটক করেছে। এফআইআর করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার।

স্ত্রীর মর্যাদা পেতে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্নায় বসলেন দুই সন্তানের মা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল
আপনজন: দীর্ঘ দুই বছর ধরে প্রেম করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করার খবর শুনতে পেতেই প্রেমিকের বাড়িতে এসে ধর্নায় দুই সন্তানের মা ।
জানাগেছে, ধর্নারত মহিলা ডোমকলের গাড়াবাড়িয়া এলাকার সাবানা বিবি। এর আগে তার ইসলামপুরের মোক্তারপুর এলাকায় প্রথম বিবাহ হয়। তাদের দুটি সন্তান ও রয়েছে। প্রথম পক্ষের স্বামী নেশাগ্রস্ত থাকার অভিযোগ তুলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পরে ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে ডোমকলের একটি ডাইগানোষ্টিক সেন্টারে কাজ শুরু করেন বছর খানেক আগে । সেখান থেকেই তার মোবাইল নম্বর পায় ডোমকলের বাবলাবোনা এলাকার কিরণ মন্ডল নামের এক যুবক। শুরু হয় প্রেমের সম্পর্ক। ধাপে ধাপে সম্পর্ক গভীর হলে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে একাধিকবার সহবাস করে বলে অভিযোগ। শুধু তাইই নয়, ঐ মহিলার কাছে থেকে নগদ টাকা সহ সোনা নিয়ে বন্ধক দেই ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ তিনদিন আগে ঐ অভিযুক্ত যুবক কিরণ মন্ডল অন্যত্র বিবাহ করে নেই।
এ খবর শুনতে পেয়েই তার বাড়ির সামনে যায়। তখনিই অভিযুক্ত যুবক কিরণ মন্ডলের মা খালিদা বিবি তার উপর চড়াও হয়। এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
এ ঘটনার ভিডিও করতে গেলে সাংবাদিকদের হেনস্থা করা হয়। শুধু তাইই নয়, ক্যামেরা কেড়ে নেবার চেষ্টা চালানো হয়। মারধর করার চেষ্টা চালালেও স্থানীয়দের দেখেই বাড়িতে ঢুকে পড়েন অভিযুক্তরা। পরে ভুল স্বীকার করেন।
উক্ত ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ডোমকল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে অভিযোগকারী মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। তবে ঐ ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক সামনে না আসলেও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্তের মা খালিদা বিবি।

রাজা রামমোহনকে নিয়ে আলোচনা সভা ও বই প্রকাশ আলিয়ার সভাকক্ষে

আলম সেখ ● কলকাতা
আপনজন: রবিবার আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর ব্যবস্থাপনায় ‘রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের সভাকক্ষে। রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে দীর্ঘ আলোকপাতের মধ্যেই প্রকাশিত হয় অভিজিৎকুমার ঘোষ ও প্রকাশচন্দ্র সরকারে সম্পাদিত বই একুশ শতকের চোখে রামমোহন। বইটি প্রকাশ ও তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ডিজি পঙ্কজ কুমার দত্তের হাত দিয়ে প্রকাশিত হয় স্বপন বসুর সম্পাদিত বই ‘সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি নারী।’ পঙ্কজ কুমার দত্ত বইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমাকে যদি হাজার বছর সময় দেওয়া হয় তবুও আমি পারব না এই রকম বই লিখতে। ভবিষ্যতে হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রী এই বই নিয়ে গবেষণা করবে। স্বপন বসুর লেখা এই বইয়ে কি পরিমাণ পরিশ্রম ও জ্ঞান ব্যয় করা হয়েছে তা ধারণার বাইরে।
তিনি রাজা রামমোহন রায়ের জীবন যাত্রা ও বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, রাজা রামমোহন রায় ছিলেন নব্য ভারতের ব্রাহ্ম মুহূর্তের বিরাট পুরুষ। একটা সময় ছিল যখন হিন্দু ধর্ম ছিল ঘৃণিত, যেখানে আর্যদের নামে চলত বর্বর অত্যাচার। যে সময়কালে রাজা রামমোহন রায়ের নিজের বৌদিকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সতী দাহ প্রথার নামে। রাজা রামমোহন রায় সেই আর্য/ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের রুখে দাঁড়িয়েছিল শপথ নিয়েছিলেন সতী দাহ প্রথা বন্ধ করার। তিনি ১১টি ভাষা জানতেন, জানতেন আরবি ফার্সি ভাষাও। ১৭ বছর বয়সে ছুটে গেছেন বৌদ্ধ ধর্মের সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করতে, জ্ঞান অর্জন করা ছিল তাঁর পিপাসা। বর্তমান ভারতবর্ষের যেই ঘৃণিত পরিস্থিতি এর বিরুদ্ধেই তৎপর ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার আমলেও এই পরিস্থিতি ছিল না। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন প্রতিটা ধর্ম জাতির হক আদায়ের পক্ষে।
রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা পূর্ণাঙ্গ রূপে সংকলন করার চেষ্টা করার জন্য একুশ শতকের চোখে রামমোহন -এর সম্পাদকদের অভিনন্দন জানান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার। তিনি বলেন, রাজা রামমোহন রায় এমনি একজন ব্যক্তি ছিলেন মাত্র কয়েকটা বই দ্বারা তাঁর পূর্ণাঙ্গ বর্ননা করা সম্ভব নয়, এই রকম বই রচিত হতে থাকবে। বর্তমান ভারতবর্ষের জনগণনের মধ্যে যেই বিচ্ছেদের চক্রান্ত চলছে সেটা রামমোহন রায়ের আদর্শের বিরুদ্ধে। আজকে দেশের এই পরিস্থিতিতে আমাদের মনে রাখতে হবে রাজা রামমোহন রায়ের বিচারধারা ছিল সকল জাতি ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ রাখা। বক্তব্যের মধ্যেই তিনি রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে করা গবেষণার প্রশংসা করেন। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন পবিত্র সরকার। বই প্রকাশ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সাইফুল্লা। সভায় বক্তব্য রাখেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আমজাদ হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রঘুনাথগঞ্জে এসআইও আয়োজিত মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রস্তুতি শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রঘুনাথগঞ্জ
আপনজন: সামনেই মাধ্যমিকের মতো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ২০২৪। ছাত্রছাত্রীদের সামনে পরীক্ষা সংক্রান্ত ভয়ভীতি দূর এবং পরীক্ষার সুন্দর রূপ-রেখা তুলে ধরতে পরীক্ষা প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন করল এসআইও রঘুনাথগঞ্জ ব্লক।
আই.সি আর হাই মাদ্রাসায় আয়োজিত এই পরীক্ষা প্রস্তুতি শিবিরে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আই.সি.আর হাইমাদ্রাসার শিক্ষক মহঃ মোসাররাফ হোসেন(বাংলা), মাওলানা নাসিরুদ্দিন(আরবী), অসিকুল ইসলাম(বিজ্ঞান বিভাগ) এবং চর বাজিতপুরের স্কুলের শিক্ষক আসরাফুল সেখ(ইংরেজি)। পরীক্ষার আগের মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে পরিকল্পনা মাফিক কিভাবে কাজে লাগানো যায় এবং পরীক্ষা হলে কিভাবে উত্তরপত্র লিখলে ভালো রেজাল্ট করা যায়, সেইসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ। এসআইও-র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের ব্লক সভাপতি মো: মিনহাজুদ্দিন, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মো:কুতুবুদ্দিন , ইছাখালি ইউনিট প্রেসিডেন্ট মিনারুল সেখ,ইউনিট সেক্রেটারি সেনজারুল ইসলাম ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ। প্রস্তুতি শিবির শেষে উপস্থিত সকল ছাত্রছাত্রীদের ‘পরীক্ষা প্রস্তুতি টিপস্ ‘ নামক গাইড বুক প্রদান করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা বানিবনে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া
আপনজন: উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বানিবন অঞ্চল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা,১০০ দিনের কাজের টাকা আদায়ের দাবী,বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে এক সঙ্ঘবদ্ধ শপথ ও পাড়া বৈঠক সভা অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি,হাওড়া গ্রামীণ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি সিং,ওই কেন্দ্রের দলের যুব সভাপতি পিন্টু মন্ডল, মহিলা সভানেত্রী শিলা মাখাল, বানীবন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সত্যজিৎ মন্ডল,বাণীবন অঞ্চলের সভাপতি সুরজিৎ মন্ডল সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শীতবস্ত্র বিলি হরিহরপাড়ায়

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া
আপনজন: দুস্থ পরিবারদের শীতবস্ত্র বিতরণ। রবিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ডাঙ্গাপাড়া ভাই ভাই ক্লাবের ব্যবস্থাপনায়, বিশিষ্ট সমাজ সেবী তথা রাজ্য পলিটেকনিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি রকি খান এর উদ্যোগে এদিন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় ১০০ জন দুস্থ পরিবারদের শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। রাজ্য পলিটেকনিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি রকি খান বলেন, প্রতিবছরই আমি শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকি কিন্তু এবছর একটু অন্যরকম ভাবে শীতবস্ত্র বিতরণ করছি। কারণ যুবকদের মাঠ মুখি করার উদ্যোগে এবং ক্লাবের যুবকদের সমাজসেবক ও সামাজিক কাজে যুক্ত করার উদ্যোগে এবং ক্লাবের মাধ্যমে শীতবস্ত্র দিলে সঠিক মানুষের হাতে পৌঁছাবে। তাই এই উদ্যোগ নেয়া বলে জানান তিনি। এদিন উপস্থিত ছিলেন, ডাঙ্গাপাড়া ভাই ভাই ক্লাবের সেক্রেটারি নাসিরুল শেখ, ক্লাবের সভাপতি সেলিম শেখ, বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় ইকবাল শেখ, বিশিষ্ট সমাজ সেবী তথা রাজ্য পলিটেকনিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি রকি খান, ক্লাবের সদস্যরা সহ বিশিষ্ট জনেরা।

ঠোঁট, তালুকাটা সার্জারি শিবির

আজিম শেখ ● বীরভূম
আপনজন: আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘অপারেশন স্মাইল’ এর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জন্মগত ঠোঁট ও তালু কাটা যেকোনো ব্যক্তি বা বয়সের রুগিদের ফ্রি সার্জারী ক্যাম্প করা হলো বীরভূম জেলার বোলপুরের রাধাচরন মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট হ্যাপি হোমে। এই শিবিরে উপস্থিত ২৫ জনের মধ্যে ১২ জনকে চিন্হিত করা হয়েছে এবং তাদের ঠোঁট,তালু এবং রাইনোপ্লাস্টি সার্জারী করার জন্য আগামীতে সম্পূর্ণ নিখরচায় “অপারেশন স্মাইল” সংস্থার “দুর্গাপুর ক্লেফ্ট সেন্টার” আই. কিউ.সিটি সুপার স্পেসালিটি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হবে । রুগীদের যাতায়াত, থাকা, খাওয়া, অপারেশন, ঔষধ সবকিছু মিলবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এছাড়াও ৩ জন বাচ্চাকে বিনামূল্যে নিউট্রেশন ফুড দেওয়া হয়। এই শিবিরটি ‘কুশমোড় রুরাল হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট সোসাইটি’ এর সহোযোগিতায় শিবিরটি সম্পূর্ণ হয়।

আরতীতে পুণ্যার্থীদের ঢল গঙ্গাসাগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগর
আপনজন: ঠিক যেমন হয় বেনারসে কিংবা অযোধ্য, তেমনই গঙ্গারতি এবার সাগরেও। সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। মেগা ইভেন্টের সাক্ষী থাকলেন তীর্থযাত্রীরা।৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। ১৪ তারিখ রাত থেকে শুরু হবে মকর সংক্রান্তির পূণ্যস্নান। ১৫ জানুয়ারি সোমবার পূণ্যস্নান। পূর্ণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে কপিলমুনি আশ্রমে। জমজমাট মেলা প্রাঙ্গন।সারা দেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীরা ভিড় করে রেখেছেন গঙ্গাসাগরের তীর। যেন এক টুকরো ভারত। মুগ্ধ চোখে, ভক্তিভরে গঙ্গাআরতি দেখেছেন মানুষ।বারাণসী, অযোধ্যার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এই অনুষ্ঠান। কপিলমুনির আশ্রম থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে সাগর তীরে পৌঁছন হাজার হাজার মানুষ।মেলায় ও পুণ্যস্নানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে মোতায়েন রয়েছে কয়েক হাজার পুলিশ। পাশাপাশি সাগরে পূণ্য স্নানে দুর্ঘটনা এড়াতে মোতায়েন এনডিআরএফ ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম।পুণ্যস্নান উপলক্ষ্যে যেমন আলোয় উদ্ভাসিত কপিলমুনির আশ্রম, তেমনি মহাসাগর আরতি। ক’দিন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা না থাকলেও সংক্রান্তির শেষ লগ্নে পারদপতন যেন মকর সংক্রান্তির আমেজ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সবদিক থেকে প্রস্তুত প্রশাসন গঙ্গাসাগরে।

প্রথম নজর

মুসলিম স্কলার্স ইউনিয়নের নতুন সভাপতি নির্বাচিত

আপনজন ডেস্ক: কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স-এর সভাপতি হিসেবে শায়খ ড. আলী কারাদাগি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৮ জানুয়ারি দোহার শেরাটন হোটেলে সংস্থার সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৯১.৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি জয়ী হন।

তা ছাড়া সহসভাপতি হিসেবে শায়খ মুহাম্মদ আল-হাসান ওয়ালাদ আলদুদ, ইসাম আল-বশির, আহমদ আল-খলিলি ও মুহাম্মদ গুরমাজ নির্বাচিত হন। গত ৬ জানুয়ারি দোহায় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স-এর সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ বৈঠক শুরু হয়ে গত ১১ জানুয়ারি শেষ হয়। এতে বিভিন্ন দেশের ৬৫১ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ড. আলী কারাদাগি ১৯৪৯ সালে কুর্দিস্তানের সুলাইমানিয়া প্রদেশের কারাদাগে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি বাগদাদে শরিয়াহ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ সালে তিনি মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ফিকাহশাস্ত্র বিষয়ে স্নাতকত্তোর সম্পন্ন করেন।

১৯৮৫ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চুক্তি ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে শরিয়াহ আইন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদে শিক্ষকতা করেন। ২০১০ সাল থেকে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিশ্ববরেণ্য আলেমদের সমবেত করতে শায়খ ড. ইউসুফ আল-কারজাভি (রহ.) ২০০৪ সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্স প্রতিষ্ঠ করেন। ২০১১ সালে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে সংস্থাটির সদর দপ্তর কাতারের দোহায় স্থানান্তর করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছয় শতাধিক আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদরা সংস্থাটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

ডেনমার্কের সিংহাসনে রাজা দশম ফ্রেডরিকের আরোহণ

আপনজন ডেস্ক: ডেনমার্কের নতুন রাজা দশম ফ্রেডরিক আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। দীর্ঘ ৫২ বছর রাজদায়িত্ব পালনের পর গত ১ জানুয়ারি রানির পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দশম ফ্রেডরিকের মা রানি দ্বিতীয় মার্গারেট। রোববার কোপেনহেগেনের ক্রিস্টিয়ানবোর্গ প্রাসাদে মন্ত্রীসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর হয়। নতুন রাজা দশম ফ্রেডরিক তার অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রীকে নিয়ে প্রসাদারে বারান্দায় উপস্থিত হবেন। সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট্টে ফ্রেডরিকসন। এরপর তিনি নতুন রাজার সিংহাসনে আরোহণের তথ্য ঘোষণা দেবেন। ডেনমার্কের ১৮৪৯ সালের সংবিধান অনুযায়ী এ রীতি চলে আসছে। ড্যানিশ সংবাদমাধ্যম বেরলিঙ্কসকের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ব্রিগেট্টে বোরুপ মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে বলেন, ডেনমার্কের ৯০০ বছরের ইতিহাসে এবারই প্রথমবার কোনো রাজা বা রানি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। তরুণী মার্গারেট যখন সিংহাসনে বসেছিলেন, সেই সময়ের তুলনায় এবারের মুহূর্তটি অনেক আনন্দের। যখন রানি মার্গারেট পদ ছাড়ার ঘোষণা দেন তখন অনেকেই হতাশ হন। তবে সকলে বুঝতে পেরেছেন মূলত স্বাস্থ্যগত বিষয়টি বিবেচনা করেই তিনি অবসরে গেছেন।

জীবিত অবস্থায় রাজ সিংহাসন ছাড়ার ঘটনা ডেনমার্কে খুবই বিরল। রানি দ্বিতীয় মার্গারেটের আগে ১১৪৬ সালে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়েছিলেন রাজা তৃতীয় এরিক। ঐ সময় রাজ দায়িত্ব ছেড়ে তিনি একটি মঠে যোগ দিয়েছিলেন। তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ছাড়ার ঘটনা অনেক দেখা যায়।

বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দিবস

গাজার জন্য ওয়াশিংটন ও লন্ডনে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে, ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন ও ব্রিটিশ সমর্থনের বিরোধিতা করে ‘বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দিবসের’ অংশ হিসেবে শনিবার ওয়াশিংটন, লন্ডন এবং অন্যত্র হাজার হাজার ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারী মিছিল করেছে।

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের ৯৯তম দিনে সংহতি প্রদর্শনে ওয়াশিংটনে জড়ো হওয়া বিশাল জনতার বেশিরভাগ তরুণ বিক্ষোভকারী ফিলিস্তিনের ঐতিহ্যবাহী কেফিয়াহ পরেছে এবং জনতা ফিলিস্তিনি পতাকা নেড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

বিক্ষোভকারীরা ‘এখনই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করুন’ বলে শ্লোগান দেয় এবং তাদের হাতে বহন করা ব্যানার ও পোস্টারে লেখা ছিল ‘মুক্ত প্যালেস্টাইন’ চাই ও ‘গাজার যুদ্ধ বন্ধ করুন’।

হোয়াইট হাউসের কয়েক ব্লক পরে একটি মঞ্চে বেশ অনেক ফিলিস্তিনি-আমেরিকান, যারা মূলত গাজার বাসিন্দা কিন্তু এখন মিশিগান থেকে টেক্সাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তারা গাজায় হতাহতদের বন্ধু ও আত্মীয়দের আবেগঘন বিবরণ দিয়েছেন। তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ইসরায়েলের জন্য সামরিক ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

একজন বক্তা বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে চাপ দিয়ে ‘প্রেসিডেন্ট বাইডেন সহজেই এই উন্মাদনা বন্ধ করতে পারেন’। এ সময় ব্যাপক করতালি দিয়ে বিক্ষোভকারীরা এই বক্তব্যে সমর্থন জানায়।

৭ অক্টোবরের পর থেকে গাজায় ইসরায়েলি ভয়াবহ বিমান হামলা ও স্থল অভিযানের প্রতিবাদে লন্ডনে সপ্তমবারে শরিবার ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ হয়েছে। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার অজুহাতে প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েল গাজায় ধ্বংসাত্মক অভিযান শুরু করে।

ইসরায়েল হামাসকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তিন মাসের বেশী সময় ধরে গাজায় নির্বিচার এবং অবিরাম বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। এতে অন্তত ২৩ হাজার ৮৪৩ জন নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সর্বশেষ এই মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করেছে।

লন্ডন বিক্ষোভের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শনিবার প্রায় ১ হাজার ৭০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

২৭ বছর বয়সী স্বাস্থ্যসেবা কর্মী মালিহা আহমেদ, যিনি তার পরিবারের সঙ্গে মিছিলে ছিলেন, তিনি এএফপিকে বলেছেন, ‘আমরা ফিলিস্তিনের জনগণকে দেখাতে চাই যে আমরা তাদের সঙ্গে আছি। আমাদের সরকারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে চাই।’

মালিহা আহমেদ বলেন, ‘ইসরায়েলকে যা করছে তা চালিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য তারা (ব্রিটিশ সরকার) একটি খুব বড় ভূমিকা পালন করছে। এটি গ্রহণযোগ্য নয়।’

আরেকজন মিছিলকারী, ৩৭ বছর বয়সী দীপেশ কোথার বলেছেন, ‘চুপচাপ বিশ্বকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখা খুবই হতাশাজনক। তাই আমরা ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং সারা বিশ্বের সরকারের প্রতি আমাদের ক্ষোভ জানাতে রাস্তায় নেমেছি।’

ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীরা গাজার সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে লোহিত সাগরে জাহাজে হামলার পর এই সপ্তাহে ইয়েমেনে হুথি ঘাঁটির বিরুদ্ধে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান হামলার কারণে শনিবারের বিক্ষোভগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

একটি ব্রিটিশ সংগঠিত জোটের ডাকা এই ‘বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে’ ৩০ দেশে বিক্ষোভ হয়েছে। এই জোটের অংশ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ অভিযানের কেট হাডসন বলেছেন, এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠানটি ‘স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও সমস্ত ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্থায়ী রাজনৈতিক নিষ্পত্তি দাবি করছে।’

তিনি বলেন, ব্রিটিশ সরকারকে অবশ্যই গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস যুদ্ধের প্রতি সমর্থন বন্ধ করতে হবে এবং এর যুদ্ধাপরাধের নিন্দায় বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

মূর্খের মতো আচরণ করবেন না, যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি ইয়েমেনের

আপনজন ডেস্ক: মূর্খের মতো আচরণ না করতে আমেরিকার প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল ইয়েমেনের হুথি সমর্থিত সরকার। ইয়েমেন সরকার জানিয়েছে, ইসরায়েলি গণহত্যার শিকার গাজাবাসীর প্রতি সমর্থন জানানো থেকে সানাকে বিরত রাখতে চায় ওয়াশিংটন।

তবে ইয়েমেন যুক্তরাষ্ট্রকে তা করতে দেবে না। ইরানের রাজধানী তেহরানে নিযুক্ত ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম মোহাম্মাদ আদ-দেইলামি তার দেশের বিরুদ্ধে গত দুইদিনের ইঙ্গো-মার্কিন হামলা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এ হুঁশিয়ারি দেনি।

তিনি বলেন, আমরা মার্কিনিদের যেকোনো নির্বোধ আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা গোটা অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিতে চায়। দেইলামি বলেন, এখন থেকে লোহিত সাগরে যা কিছু ঘটবে তার পূর্ণ দায় ওয়াশিংটনকে বহন করতে হবে।

ইয়েমেন মধ্যপ্রাচ্যে সংঘর্ষের বিস্তার চায় না উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, কিন্তু গাজাবাসীর প্রতি ইসরায়েলি গণহত্যা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরাতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তেহরানে নিযুক্ত ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত এমন সময় এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন যখন শুক্রবার ভোররাত থেকে গত ৪৮ ঘণ্টায় ইয়েমেনের বিভিন্ন স্থানে তিন দফা বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসী মার্কিন বাহিনী। ইয়েমেন যাতে ইসরায়েলি মালিকানাধীন ও ইসরায়েলগামি জাহাজগুলোতে হামলা চালাতে না পারে সে লক্ষ্যে ওয়াশিংটন এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

তবে ইয়েমেনের হুথি যোদ্ধারা হুমকি দিয়ে বলেছেন, এ ধরনের হামলা চালিয়ে তাদেরকে গাজাবাসী ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানানোর কাজে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন, যতদিন গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের পাশবিক গণহত্যা অব্যাহত থাকবে ততদিন লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দাব প্রণালীতে ইসরায়েলি মালিকানাধীন ও ইসরাইলগামী জাহাজগুলোতে হামলা বন্ধ হবে না।

কলম্বিয়ায় ভারী বর্ষণের জেরে ভূমিধস, নিহত বেড়ে ৩৩

আপনজন ডেস্ক: কলম্বিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৩ জনে পৌঁছেছে। নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। এছাড়া এই ভূমিধসের ঘটনায় দেশটির মেডেলিন এবং কুইবডো শহরের মাঝে সংযোগকারী সড়কও বন্ধ হয়ে গেছে।

এদিকে আটকে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছাতে উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে দেশটি। রোববার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিয়া মার্কেজ লিখেছেন, এই ট্র্যাজেডিতে ৩৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় আমি গভীরভাবে দুঃখিত। ওই অঞ্চল থেকে পাওয়া প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে নিহতদের বেশিরভাগই শিশু। তিনি আরো বলেন, এই সময়ে, আটকে পড়া লোকদের জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

স্থানীয় সময় গত শুক্রবার বিকেলে দেশটির মেডেলিন এবং কুইবডো শহরে একাধিক ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। এতে শহর দুটির মাঝে সংযোগকারী সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ভূমিধসের সময় সেখানকার ব্যস্ত মহাসড়কেও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এমনকি রাস্তায় বেশ কয়েকটি গাড়ি কাদায় চাপা পড়ার পর কিছু লোক নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় যুদ্ধবিরতি ও স্বাধীন ফিলিস্তিনের আহ্বান চিনের

আপনজন ডেস্ক: স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। রোববার গাজা যুদ্ধের ১০০তম দিনে এই আহ্বান জানিয়েছেন শীর্ষ চীনা কূটনীতিক।

কায়রোতে মিসরীয় সমকক্ষ সামেহ শউকরির সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে ওয়াং ই বলেন, ‘১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী একটি স্বাধীন, সম্পূর্ণ সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দেওয়া প্রয়োজন, যার রাজধানী ছিল পূর্ব জেরুজালেম।’

দুই মন্ত্রীর এক যৌথ বিবৃতিতে ‘সকল সহিংসতা, হত্যা ও বেসামরিক এবং বেসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করা’ অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে এএফপি জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের মারাত্মক হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল একটি তীব্র সামরিক অভিযান শুরু করে। এতে প্রায় ১ হাজার ১৪০ জন নিহত হয়, যাদের বেশিরভাগই ছিল বেসামরিক।

অবরুদ্ধ হামাস-শাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে গাজায়, কমপক্ষে ২৩ হাজার ৯৬৮ জন নিহত হয়েছে যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

শোকরি এবং ওয়াং ‘(ইসরায়েলি) দখলদারিত্বের অবসান ও একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায্য, বিস্তৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান খুঁজে পেতে শান্তির জন্য একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনের আহ্বান জানিয়েছেন।’

গাজা উপত্যকা ও অধিকৃত পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডের মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল উভয় অঞ্চলই দখল করে নেয়।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর আগে যুদ্ধের সমাধানের জন্য ‘আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন’ করার আহ্বান করেছেন। চীন ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের প্রতি সহানুভূতিশীল ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষে।

ওয়াং বর্তমানে আফ্রিকা অঞ্চল সফরে রয়েছেন। এই সফরের অংশ হিসেবে তিনি টোগো, তিউনিসিয়া ও আইভরি কোস্টেও যাবেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৮ মি.

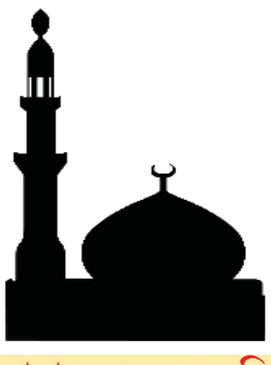

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫১	
আসর	৩.৩৭	
মাগরিব	৫.১৮	
এশা	৬.৩২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

ইংলিশ চ্যানেলে তীব্র ঠান্ডায় ৪ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রার মধ্যে তীব্র ঠান্ডায় ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল থেকে ব্রিটেনে পৌঁছনোর চেষ্টা করার সময় চার অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া শিশুসহ প্রায় ৭০ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সময় শনিবার রাতে ইংলিশ চ্যানেলে এ ঘটনা ঘটে। ফরাসি মেরিটাইম কর্তৃপক্ষ বলেছে, ঐ গ্রুপের ছোট নৌকাটি স্থানীয় সময় রাত প্রায় ২টার দিকে অসুবিধায় পড়লে তারা রিসোর্ট শহর উইমেরেক্সের দিকে একটি জাহাজে পৌঁছনোর চেষ্টা করে।

তাইওয়ানের স্বাধীনতায় সমর্থন নেই যুক্তরাষ্ট্রের: বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: চীন সাগরের বিরোধপূর্ণ অঞ্চল তাইওয়ানের স্বাধীনতায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমর্থন নেই বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শনিবার তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জয় পান চীনবিরোধী নেতা ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থী লাই চিং তে, যাকে তাইওয়ানের স্বাধীনতাপন্থী হিসেবে দেখা হয়। তিনি নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাইওয়ান হয়তো স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বাইডেন বলেন, আমরা স্বাধীনতাকে সমর্থন জানাই না।

নিজেদের পাশেই অবস্থিত স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল তাইওয়ানকে নিজ অংশ হিসেবে দাবি করে চীন। তবে ১৯৯৬ সাল থেকে তাইওয়ানে চলছে গণতান্ত্রিক ধারা। এর আগে তাইওয়ান সামরিক শাসন এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের দ্বারা জর্জরিত ছিল। তাইওয়ানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও দেশটিকে সামরিক সহায়তা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। চীনের আশঙ্কা মার্কিনিদের সহায়তায় একটা সময় স্বাধীনতা চেয়ে বসবে তাইওয়ান।

বাইডেন প্রশাসনের আশঙ্কা নতুন নির্বাচন এবং তাইওয়ানের নতুন প্রশাসন বেইজিংয়ের সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি করবে।

বেলুচিস্তানে বোমা বিস্ফোরণে ৫ পাকিস্তানি সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে বোমা হামলায় দেশটির পাঁচ সেনা নিহত হয়েছে। সেখানে জঙ্গিদের সাথে সংঘর্ষের পর তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালালে তারা প্রাণ হারায়। রোববার সামরিক বাহিনী এ কথা জানিয়েছে। শনিবার গোলযোগপূর্ণ এ প্রদেশের কেচ জেলায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। সেখানে সামরিক বাহিনী কয়েক দশক ধরে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।

সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, সন্ত্রাসীরা নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। সেখানে সামরিক বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময়ের পর এ বোমা হামলার চালানো হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, সেখানে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে এ পাঁচ সেনা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হয়েছে। এ সংঘর্ষে তিন জঙ্গিও নিহত হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ শনিবারের এ হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি। তবে জাতিগত বেলুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বছরের পর বছর ধরে এ অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকা- চালিয়ে আসছে। এর আগেও চীন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর (সিপিইসি) প্রকল্প অবকাঠামোসহ অনেক হামলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে বেলুচ বিচ্ছিন্নবাদীরা সেসব হামলার দায় স্বীকার করে।

যুদ্ধে বিজয় অর্জন থেকে কেউই আমাদের থামাতে পারবে না: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূলের লক্ষ্য নিয়ে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। তবে এই অভিযানে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে দেশটি। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিও হয়ে উঠেছে বেশ জোরালো। এমনকি গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে চলছে মামলাও। তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, কেউই তাদের থামাতে পারবে না। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় অর্জন থেকে ইসরায়েলকে কেউ থামাতে পারবে না বলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু শনিবার জানিয়েছেন। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চলমান আগ্রাসন রোববার ১০০তম দিনে পা দিচ্ছে। এই অবস্থায় শনিবার টেলিভিশনে সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, কেউ আমাদের থামাতে পারবে না– দ্য হেগ (আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত) নয়, অ্যাক্সিস অব ইভিল (অশুভ শক্তি) নয় এবং অন্য কেউই নয়। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যুদ্ধ যাওয়া সম্ভব ও এটা প্রয়োজনীয় এবং আমরা সেটাই করব।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৯ পৌষ ১৪৩০, ২ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

স্বাস্থ্যশিক্ষা

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিবেশের প্রভাব অত্যধিক; কিন্তু এই পরিবেশগত উন্নয়নকে আমরা তেমন তোয়াক্কা করিতেছি না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যাইতেছে, রাস্তাঘাটের পাশাপাশি হাটবাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, পার্ক প্রভৃতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হইতেছে না। এই ব্যাপারে জনগণের সচেতনতার অভাবও বিদ্যমান। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, তাহারা ময়লা-আবর্জনা ফেলিয়া ভাগাড় তৈরি করিলেও তাহা পরিচ্ছন্ন রাখিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারের। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে স্থানীয় সরকারের। স্থানীয় সরকারগুলি তাহাদের দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করিবে নিশ্চয়ই; কিন্তু জনগণ সচেতন না হইলে এই কাজ হইবে কঠিন ও জটিলতর।

আমরা জানি, 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' বা 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'। তবে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসচেতনতা সর্বাগ্রে জরুরি। দৈনন্দিন কাজকর্মে, খাদ্যাভ্যাসে ও অসুখবিসুখের ব্যাপারে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও স্বাস্থ্যসচেতনতার মাধ্যমে আমরা সুস্থ জীবনযাপন করিতে পারি। আসলে স্বাস্থ্যের উপর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। কেননা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ হইতেই সংক্রামক ব্যাধি তথা রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। দূষিত পানি, দূষিত বায়ু, পচা-বাসি খাবার, উন্মুক্ত জায়গায় ও অস্বাস্থ্যকরভাবে প্রস্তুত খাবার গ্রহণ, আবর্জনা ও মলমূত্র নিষ্কাশন অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, স্যাঁতসেঁতে বাসস্থান ও কর্মস্থল ইত্যাদি রোগ বিস্তারে সহায়তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে। বিশুদ্ধ পানি, মুক্ত বাতাস, পরিচ্ছন্ন পথঘাট, আলো ও বাতাসময় পরিবেশ, নিরাপদ ও পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ইত্যাদি সুস্বাস্থ্যের পূর্বশর্ত। এই সকল জ্ঞান সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিকের সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের নদনদী, খালবিল, জলাশয় ও পুকুর ইত্যাদি দখল ও দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে জনগণকে সচেতন হইতে হইবে। তাহারা যদি নিজেদের ময়লা-আবর্জনা আশেপাশের খাল-বিল ও নদী-নালায় না ফেলেন এমনকি যাহারা ফেলিতেছে তাহাদের সচেতন করিতে বা প্রতিরোধ করিতে আগাইয়া আসেন, তাহা হইলেই স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সম্ভব। পরিবেশগত উন্নয়ন এই জন্য আজ এত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সমগ্র বিশ্বে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলি এখনো এই ব্যাপারে বহুলাংশে বেখেয়াল ও বেহুঁশ। অথচ সমগ্র দেশকে গার্বেজে পরিণত করিয়া কোনো জাতি সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ রহিয়াছে, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। অর্থাৎ প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধই উত্তম। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় ইহাকে আমরা কতটা গুরুত্ব দিতেছি? স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের প্রতি আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, আগামী দুই মাসে বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি হইতে পারে। আমরা যদি এই সময়টায় মশক নিধনের পাশাপাশি জনসচেতনায় ক্র্যাশ প্রোগ্রাম লইতে পারিতাম, তাহা হইলে পরিস্থিতি এতটা অসহনীয় হইত না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও এমন সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে তাহারা জনগণকে সঙ্গে লইয়া এডিশ মশার লার্ভা ধ্বংসে ব্যাপক উদ্যোগ লওয়ায় এবং ঘরে ঘরে সচেতনতা গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হওয়ায় তাহাদের এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম। তাই স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে মহল্লায় মহল্লায় সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার এখনই উপযুক্ত সময়। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছুদিন পূর্বে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, বিশ্বের অর্ধেক মানুষ ডেঙ্গুঝুঁকিতে রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি ডেঙ্গুপ্রবণ দেশে ফ্রান্সের তৈরি ডেঙ্গুভ্যাক্সিয়া ও জাপানের তৈরি কিউডেঙ্গা টিকা প্রদান শুরু হইয়াছে। ইহাতে আমরা আশান্বিত হইতে পারি। তবে ইহার পরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন, স্বাস্থ্যশিক্ষার বিস্তার ও সতর্কতা অবলম্বনের কোনো বিকল্প নাই। কেননা ইহার মাধ্যমে আমরা অন্যান্য অসুখবিসুখ হইতেও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি সহজেই।

গণতন্ত্রে সংখ্যাতন্ত্র / ২

আর মাস দুয়েকের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সম্ভবত আর কখনও হয়নি। সাধারণ মানুষ কি এই গুরুত্ব অনুভব করতে পারছেন? প্রায় আশি বছরের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা রয়েছে দেশের। মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা এখনও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য যথেষ্ট বলা যাবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই দুর্বলতা সত্ত্বেও অবশ্য জয়যাত্রা অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষীয় গণতন্ত্র কি আজ চ্যালেঞ্জের মুখে, চ্যালেঞ্জের মুখে সাংবিধানিক কাঠামো? লিখেছেন **কাজী খায়রুল আনাম**।

আজ রাজনীতির দাপটে গণতন্ত্রের অবস্থা সঙ্গীন। গণতন্ত্রের প্রকাশ হল রাজনীতি। কিন্তু রাজনীতির প্রকাশ যে সব সময় গণতান্ত্রিক হবে তার কোনো মানে নাই। গণ্ডগোল টা বাধে এখানেই। মানুষ রাজনীতির সমস্ত আচার-অনাচারকেই গণতন্ত্রের মান্যতা প্রাপ্ত বলে মনে করেন। রাজনীতির পরিসর নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার থেকে শুরু, আর রাষ্ট্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে শেষ। রাজনীতি, রাজনেতা অথবা রাজনৈতিক দলের দর্শনের ওপর নির্ভর করে। নির্ভর করে সমাজ সামাজিক ব্যবস্থার ওপর। ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভৌগলিক অবস্থানের ওপরেও। সর্বোপরি দেশের নাগরিক, মানসিকতায় কতটা শিক্ষিত তার ওপর। বস্তুত, গণতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ হল রাজনীতি। চলমান বিশ্বে রাজনীতির তুলনায় জনপ্রিয় ইভেন্ট আর কোনো কিছুই নাই। আসলে, গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজনীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠলে গণতন্ত্র শুধুমাত্র দূর্বল হয় না, স্বৈর প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। সংখ্যার গরিমা স্বীকার করার নাম গণতন্ত্র। গণতন্ত্র আনুগত্য দাবি করে। দাবি করে পারস্পারিক বিশ্বাস। দলের মধ্যেই হোক বা পার্টি ও সাধারণের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অনেক সময় বিশ্বাস ও আনুগত্য রাজনৈতিক উত্তরণের যোগ্যতা হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামোর আসল শক্তি হল এই বিশ্বাস ও আনুগত্য। পাঁচ দশক আগে আনুগত্যবাদী রাজনীতির আত্মপ্রকাশ। ফলে যোগ্যতা হয়ে ওঠে গৌণ। যোগ্যতার প্রাধান্য কমতে থাকার জন্য স্তাবক শ্রেণি পরিবেষ্ঠিত দরবারী রাজনীতির উদ্ভব হয়। রাজনীতি যোগ্য ব্যক্তিদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে রাজনীতিতে দূর্বৃত্তায়ন শুরু হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের 'রাজভূমি' দখল করে ফেলে বাহুবলী শক্তি। তাদের বদান্যতায় এবং সক্রিয়তায় রাজনীতি হয়ে ওঠে কারবারের মাধ্যম। সামাজিক অন্যায়ের আশ্রয় স্থল। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মানুষের জন্য কাজ করার একটা দিক আছে। সেটা ফেলনা নয়। মানুষের হাজারো চাহিদা পূরণের মাধ্যম এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এবং তাকে ঘিরে থাকা রাজনীতি। রাজনীতি তা সবটাই পেরে ওঠে না। কেননা গণতন্ত্রের কৌশল হল রাজনীতি। এই কৌশলের কাছে অনেক সময় মানুষ পরাজিত হন। মানুষ পরাজিত হলে গণতন্ত্র তার আপন গৌরব হারিয়ে বসে।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী জনগণ। জনগণই প্রধান। কিন্তু রাজনীতির দাপটে জনগণ শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। মানুষের হাতে শক্তি আছে কিন্তু ক্ষমতা চলে গেছে রাজনীতির দখলে। রাজনীতির এই দখলদারি অনেক খানি নিয়ন্ত্রণ আসে বিচার ব্যবস্থার জন্য। গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের ভরসাস্থল হল ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা। এছাড়াও আছে মানবতাবাদী মানুষের প্রতিবাদ। এবং ভারতবর্ষে মানবতাবাদী মানুষের সংখ্যাটাও কম নয়। এই সংখ্যা টা দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনও রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। ফলে ভারতের মতো দেশে মানবতার উলঙ্ঘনকে রাজনৈতিক ইভেন্ট বানানো সহজসাধ্য নয়। কিছু মানবতাবাদী মানুষের রাজনৈতিক পক্ষ অবলম্বন বা দুই একজন বিচারকের নৈতিক স্খলন সামগ্রিক চিত্র নয়। স্পষ্টত, ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের বুনিয়াদ শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে রাজনীতিতে ভেলকি দেখিয়ে সাময়িক সাফল্য পাওয়া যায়। তা ধরে রাখতে গেলে উন্নয়নের শরণ নিতেই হয়। উন্নয়নই একমাত্র রাজনীতিকে উতরে দিতে পারে। কৌশলগত রাজনৈতিক অনুশীলন গণতন্ত্রের অঙ্গ হলেও তা শুধুমাত্র সাংগঠনিক স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় স্তরে বা রাজ্য স্তরে শাসক দল রাজনীতি পাঠশালা চালিয়ে গেলেও সরকারের কর্তব্য রাজনীতি মুক্ত থাকা। ভারতীয় গণতন্ত্রে এই সৌন্দর্য আদৌ দেখা যায় কি?

সরকারের রাজনীতি মুক্ত থাকা সম্ভব না। কারণ দল সরকার চালনায় থাকে। দলকে সরকারে আসতে গেলে রাজনীতি করতে হয়। রাজনীতি করতে গেলে এসে পড়ে দলতন্ত্র। দলতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের পার্থক্য খুব সুক্ষ। পার্থক্য গড়ে দেয় নিরপেক্ষ মনোভাব। ক্ষমতার মোহ নিরপেক্ষ মনোভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তখন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দলতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। স্বাভাবিক এই প্রবণতার ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সব দল ও সরকারের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। সেই সরকার প্রকৃতপক্ষে জনকল্যাণকামী। এবং এমন সরকারের বহু উদাহরণ রয়েছে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে। সেই সরকারের কার্যকলাপে গণতন্ত্র যেমন শক্তিশালী হয়। সরকারের জনপ্রিয়তা জনমুখী থাকে। মানুষের চাহিদা পূরণে যত্নবান হওয়ার কারণে শাসকদলের রাজনৈতিক উচ্চতা বিরোধী দল গুলির থেকে উচ্চতায় অবস্থান করে। এমন সরকারের সুশাসন জনচাহিদাকে বিক্ষোভে পরিণত করতে পারে না। সরকার জন সাধারণকে সরকার পক্ষ-বিরোধী বা জাতপাত অথবা সাম্প্রদায়িক যে কোনোভাবেই ভাগ করুক না কেন তাতে গণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। গণতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দরকার জনগণের হাতে ক্ষমতা। সেই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করলেই গণতন্ত্রের শাসন হয়ে পড়বে সোনার পাথর বাটি।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী জনগণ। জনগণই প্রধান। কিন্তু রাজনীতির দাপটে জনগণ শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। মানুষের হাতে শক্তি আছে কিন্তু ক্ষমতা চলে গেছে রাজনীতির দখলে। রাজনীতির এই দখলদারি অনেক খানি নিয়ন্ত্রণ আসে বিচার ব্যবস্থার জন্য। গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের ভরসাস্থল হল ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা।

প্রশ্ন হচ্ছে, শাসক দলের রাজনৈতিক অনুশীলনে সরকার সাহায্য না করলে তো মাঠে শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলি দাপিয়ে বেড়াবে। তখন কি শুধু শুধু সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? না। সরকারের মূল এজেন্ডা হবে জনউন্নয়ন। যা শাসক দলের রাজনীতি সহায়ক হবে। সরকারের কাজ হবে উন্নয়ন। শাসক দলের কাজ হবে তা সাধারণকে পৌঁছে দেওয়া। এবং মানুষকে বোঝানো। মানুষ সেই উন্নয়ন চাক্ষুষ করলে সরকারের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোনো প্রয়োজন পড়বে না। শাসক দল রাজনীতির মাঠে থাকলেই যথেষ্ট। শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা মূলত স্বেচ্ছাসেবক হয়ে উঠবেন। তারাও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করবেন। রাজদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠবেন। এমনকি বিরোধীদের কাছে তাঁদের পরিশীলিত ব্যবহার স্মরণ করিয়ে দেবে তারা শাসকদলের লোক। অর্থাৎ শাসকদলের লোক মানেই ত্রুটি মার্জনীয় মার্কা বিনয়ী মনোভাব।

গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য জনগণের ক্ষমতায়ন। এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে জনগণের যোগদান। ফলে রাজনীতির অংশীদার জনগণও। শুধুমাত্র 'স্লোগান বিপ্লব' এ অংশগ্রহণ নয়। প্রতিটি স্তরে উন্নয়ন কর্মে সাধারণের যোগ থাকা প্রয়োজন। সরকার তার বিকাশ পরিকল্পনায় সাধারণের যোগ নিশ্চিত করলে রাজনীতির ঠেলাও কম হবে। সরকার হয়ে উঠবে 'মানুষের সরকার'। তাতে অবশ্য রাজনৈতিক মাতুনি কম হবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাতুনিও থাকবে না। ভুলে গেলে চলবে না, গণতন্ত্রের বিকাশ নির্ভর করে জনগণের স্বাধীনতার ওপর। রাষ্ট্র নির্মাণের স্বাধীনতা। শুধুমাত্র গণতন্ত্রের ফাঁকি নিয়ে ফাঁকিবাজি করলে সময় দীর্ঘায়িত হয়। ইতিহাসের জন্য পড়ে থাকে হাহাকার। এরপরও গণতন্ত্রে হাহাকারবাদী থাকবে কিন্তু তাঁরা সবাই বিরোধী নয়, এটা স্মরণে রাখতে হবে। এদের নিয়েই যাত্রাপথ আরও মসৃণ করে নিতে হবে। রাজনৈতিক উদারতা কাজটিকে সহজ করে তুলতে পারে। মানুষ অবশ্যই বিনোদন ভালবাসেন। তথাপি রাজনীতি বিনোদনের জায়গা নয়। কাজের জায়গা। রাজনীতির উদ্দেশ্য হল গণতন্ত্রকে সচল রাখা। কারণ গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি হল রাজনীতি। রাজনীতি থাকবেই। কিন্তু সেটা রাজ কর্মকে প্রভাবিত করবে না। প্রাণিত করবে কর্মের উৎসমুখ সন্ধানে।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নান্দনিক সৌন্দর্য বিশ্বে বিস্ময়কর। পৌর-পঞ্চায়েত, পরিষদীয় ও সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিস্তৃত রয়েছে। এবং ভারতের প্রতিটি নাগরিক এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তারক। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, মানুষ সত্যি সত্যি এই ভূমিকায় আছেন ? না। নেই তবে সাধারণের ভূমিকা পুরোটা খাতা কলমে এমন না। মানুষের হাতে ক্ষমতা আছে কিন্তু রাজনীতির শিকার হয়ে যাচ্ছে মানুষ। ফলে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘোর সংকট দেখা দিচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করতে হবে মানুষকেই। 'মানসিকতায় শিক্ষিত' মানুষকে। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা সফল করতে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষই পারে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকারের জ্ঞানদীপ্ত প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণে জনযোগ। নাহলে গণতন্ত্রের ফাঁকির দ্বারা বিজয়ী হতে থাকবে রাজনীতি। গণতন্ত্র হয়ে উঠবে নেহাতই সংখ্যাতন্ত্র। আগামী দিনে এই সংখ্যাতন্ত্র হয়ে উঠবে সার্বজনীন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়, সমাজে মাৎস্যন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

পুনশ্চ, দেশের রাজনীতি আজ আজ গুরু - লঘুর, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণর ভোট সংখ্যার ওপরে সওয়াল করতে ব্যস্ত। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানও আজ লঘুর স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে বলে চ্যালেঞ্জের মুখে। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে দেশের মানুষকে। হ্যাঁ- সংখ্যাটাও জরুরি। আগামী লোকসভা নির্বাচন তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের জন্য।

সমাপ্ত..

এই দেশ, এই ঐতিহ্য

ড. রমজান আলি

আজ কৃষিবর্ষের শেষদিন। শেষ পৌষ। শেষ পৌষে ধান চাল বিক্রি করতে নেই। দক্ষিণ রাঢ়ে ধান,চাল,ভাত, মুড়ি সবই জাত-ধর্মভেদে 'মা লক্ষ্মী' নামে পরিচিত। খেতে খেতে দু-একটা মুড়ি পড়ে গেলে বাবা বলতেন, কুড়িয়ে খাও, মা লক্ষ্মী ফ্যালাছ্যালা করতে নেই।" দুপুরে ভাত খাওয়ার পর টেবিলে দু-একটা ভাত পড়ে থাকলে বউ কোরিনাকে বলে, " তাড়াতাড়ি ভাত কুড়ো, মা লক্ষ্মী যতক্ষণ পড়ে থাকবে, ততক্ষণ বরদোয়া দেবে।" আমার মা বলতেন, "শেষ পৌষে কাউকে বকা-ঝকা করতে নেই , কারো সঙ্গে কোন্দল করতে নেই।" সুযোগ পেয়ে এই সময় কোথাও কিছু বদমাইশি করলে, মা বলতেন "শেষ পৌষ আজ কিছু বলবো না, মাঘ মাসটা পরুক , তারপর দেখছি।"

ঢেঁকিতে চাল কুটে আটা বানিয়ে দিতো মাসুরা , আন্জু, আসিয়া দাদিরা। অকাল বৈধব্য নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাচ্ছে, কারো না কারো আশ্রয়ে। সারাবছর এদের কোনো কাজ থাকে না। আজ বিনিময়ে পাবে হয়তো এক সের চাল, আর দুপুর বেলায় আমাদের বাড়িতে খাবে, আর বেড়ে গেলে রাতে ঠান্ডা ভাত। দুপুর থেকেই নাদায় আলোচাল ভিজিয়ে রেখে সন্ধ্যায় তা জল থেকে তুলে নতুন কেনা ডালায় রাখা আছে। ভিজে আলো চাল চিবিয়ে খেতে, স্বাদই আলাদা। ফাঁক পেলেই, মাঝে মধ্যে দু'এক খাবলা মুখে চলে যাচ্ছে । মাসেম ভাইদের ঘরে আছে পরিস্কার মেটেল মাটি দিয়ে নিকানো ঢেঁকিশাল। এইসময় লাইন দিয়ে আটা কোটা চলে। মা বলতো, রাত থাকতে থাকতেই চাল কুটে শেষ করতে হবে, সূর্য উঠার আগেই।

খুব ইচ্ছা করতো ঢেঁকিতে পাড় দিতে। আশ্চর্য এক তাল! তারই সঙ্গে হালকা নাচ, দুই দাদির পা একসঙ্গে পড়ছে ঢেঁকিতে। তালে তালে গর্তে হাত দিয়ে আঠা তুলে নেওয়া। হাঁসমুরগির ডিম বিক্রি করে কিনে রাখা চালুনিতে আটার গুঁড়ি চেলে নেওয়া হচ্ছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার সুবাস। আশ্চর্য এক ছন্দ ! অদ্ভুত এক আওয়াজ ! শীতের শেষ রাত থেকে ভোর এমনকি সারাদিন সেই আওয়াজ অল্পবিস্তর মাটির কম্পনের সঙ্গে মিশে , ছড়িয়ে পড়তো তরঙ্গাকারে।

শুধু দেখার কৌতূহল মেটাতে ভোর ভোর উঠে যে মাসেম ভাইদের বাড়ি যাবো তারও উপায় নেই। ওদের কুকুরটা ছিল খুব হারামি। এই জন্যই তো আমি আর আমার বন্ধু শফি, দুজনে মিলে যুক্তি করে, একদিন ওর লেজের গোড়ায় দিলাম পেট্রোল ঢেলে। কেঁউ কেঁউ করে সে কি চিৎকার ! তার কি হচ্ছে , এই দেখার কৌতূহলটাও যেমন ছিল । তেমনি ভয়ও ছিল, কামড়ে না দ্যায়। আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে হাজির। শেষে দুজনের লুকিয়ে পড়েছি হোবো ভাইদের ছানিশালে। কুকুরটা যখন সেখানে গিয়েও হাজির, আমরা দুজনে তখন পাঁচিরের ওপরে উঠে পোড়োল দিয়ে বেরিয়ে, দে ছুট, দে ছুট। ওহ্ কী বাচনটাই না, বেঁচে গেছি সেদিন।

এক সপ্তাহ আগেই আটা তৈরি করে রোদে শুকানো হয়ে গেছে। ধান শুকানো খামারে খেজুর পাতার তালাইয়ের উপর সাদা ধুতি বিছিয়ে , তার উপর সাদা আটা শুকোতে দেওয়া । মুরগিতে যাতে পা না দিয়ে দেয়, তার জন্য সর্তকতা। আর কাকেরা এসে লম্বা ঠোঁট ভর্তি করে আটা যাতে নিয়ে না পালায় তার জন্য হাতের লগা নিয়ে সদা সতর্ক থাকতে হতো। পুকুর ধার থেকে কাদা এনে একটা ভাঙ্গা বাতা বা কঞ্চির উপর কালো ছাতার কাপড় কিংবা ময়লা লাতা ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, যাতে করে ভয় পেয়ে কাকেরা না আসে। তবু চতুর কাকেদের আটকানো যায় নি। তাদের কোনোকালেই আটকানো যায় না।

দুমুখো উনুনে কুটির জাল ধরানো হয়েছে, দুদিকে দুটো উনুনে মাটির তাওয়া চাপিয়েছে আমাদের গোয়াল বাড়িতে থাকা গ্যাঁড়ার বউ কামিনি। ভোর থেকে উঠে মা জলিস করে রেখেছে। আজ আর গোঁজা, ঝুঁকি, চিতুই কিম্বা ছেঁড়া পিটে নয়, চালের আটার পাতলা রুটি হবে। তারই জরিপ করা হয়েছে। জলিস হলো চালের আটার উপর গরম জল দিয়ে খামিরের টুকরো । দুই হাতের আঙ্গুলে চাপ দিয়ে একটু বেশি গোল করে রাখা। প্রাক্-পিটে আরকি। একটু খামির হাতে নিয়ে খাওয়ার তখন কত সাধ। খামির থেকে টুকরো টুকরো অংশ কেটে জলিস করে চালের আটার পিঠে বানানো হয়। মেলায় কেনা কাঠের পিঁড়ে-বেল্লি। পিঁড়ের উপর চালের গুড়ি ছড়িয়ে, তার উপর হাতের আঙ্গুলে টেপা জলিস রেখে তার উপর আবার চালের গুড়ি ছড়িয়ে বাঁ হাতটা বেল্লির উপর হালকা রেখে ডান হাতে চাপ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিঠে করা। ব্যালেন্স করতে না পারলে পিঠে গোল হবে না।

দু-একটা নয়, কাজের লোক নিয়ে আজ বাড়িতে পণপণ পিঠে পেটুস্যাৎ হয়ে যাবে। দেশি মুরগির বা হাঁসের কষা মাংস। এই সময়ে ধান চাল খাওয়া হাঁস মুরগির গায়ে সুস্বাধু হলুদ চর্বি জমে। ডিমওয়ালা মুরগী শীতকালে খেতে খারাপ না। সিদ্ধ করে ভাজা একটা করে দেশি মুরগির বা হাঁসের ডিম, নতুন খাস চালের ক্ষীর খেজুর গুড় দিয়ে। যে যতো পারে খাবে। গোয়ালবাড়িতে যে সাঁওতাল পরিবারটা আছে তাদেরকেও দিতে হবে। গ্যাঁড়া একাই এক পণ পিটে খেতে পারে । তারপর তো আমার খ্যালার দুই সঙ্গী ; গ্যাঁড়া সরদারের দুব্যাটা জিতু ও গিতু আছেই। বাবা বলতেন, "পিটে খেলে পেটে সয়।/ যারা না খায় তারা মহাশয়।"

এই গ্রামের কাছেপিঠে কোনো নদনদী নেই। বাদ্দি পাড়ার মেয়েরা টুসু গাইতে গাইতে মাঠের পুকুর কঞ্চিগোড়ের পাড়ে হাজির হবে। সেখান থেকে থেকে স্নান করে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে উত্তর মুখে লাইন দিয়ে গাঁয়ে ফিরবে। তখন জানতাম না, তাদের মুখের এই গানই টুসু গান । অবাক হয়ে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে সে সব দেখতাম।

ভোরের বেলায় নামাজ পড়ে আগুন পোয়নোর শখ ছিল বাবার। বলতেন, 'মাঘের জারে /মোষের শিং লড়ে'। খামারের প্রচুর খড়কুটি দিয়েই চলত পুকুর ধারে সেই আগুনের ওম আর বাবার রসোপল। সকালবেলায় নিম ডালে দাঁত মাজতে মাজতে আমরা গিয়ে হাজির হলে শুনতে হতো সোয়েটার পরে আগুন থেকে দূরে থাকার সতর্কবার্তা। মাঘ মাসের মাঝামাঝি আসতেই বাবা বলতেন, 'অর্ধেক মাঘে / কম্বল কাঁধে'।

প্রথম নজর

ইমাম মোয়াজ্জেনদের উদ্যোগে সম্প্রীতি সভা

বাইজিদ মণ্ডল ● বারাসত

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেন এ্যাসোসিয়েশন এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে মথুরাপুর সার্কাস মাঠ ছোট ভাই প্যালেসে রবিবার বিকালে এই সম্প্রীতির সভা অনুষ্ঠিত হয়।এখানে উপস্তিত ছিলেন সাব্বির আলী ওয়ারসি (চেয়ারম্যান অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইমাম এ্যাসোসিয়েশন), জিয়াউল হক (রাজ্য সভাপতি ইমাম এ্যাসোসিয়েশন), মোস্তাফিজ হাশমি (ভাইস চেয়ারম্যান ইমাম এ্যাসোসিয়েশন), আবু সুফিয়ান (জেলা সভাপতি ইমাম এ্যাসোসিয়েশন), আব্দুল হাকিম মোল্লা (সম্পাদক দক্ষিণ ২৪ পরগনা) বিশিষ্ট সমাজ সেবী আব্দুস সাত্তার মীর, সমাজসেবী মোস্তাক আহমেদ সহ আরো অন্যান্য জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব ও শতাধিক ইমাম ও মোয়াজ্জেন প্রমুখ। এদিন এই অনুষ্ঠানের প্রথমে অতিথি বরণ ও সম্মাননা জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। এই সম্প্রীতি সভা থেকে জানা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে আলোচনা, প্লাস্টিক বর্জন বিষয়ে সচেতনতা,বাল্য বিবাহ রোধ বিষয়ক সচেতনতা, শীতের কম্বল বিতরন ও ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক আলোচনা সহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানের শেষে কিছু অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমর্থনে হরিশ্চন্দ্রপুরে পথযাত্রা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমর্থনে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ নং ব্লকের কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা রবিবার পদ যাত্রা ও পথ সভা করলেন।এদিন তারা হরিশ্চন্দ্রপুর কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে এই পদযাত্রা শুরু করেন। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা পরিক্রমা করে শহিদ মোড়ে এসে শেষ করেন। তারপর এখানে পথ সভা করে দলের নেতৃত্বরা বক্তব্য রাখেন। এদিনের এই পদ যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিমান বিহারী বসাক,হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আবুল কাশেম, রাজ্যে সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী, হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা পরিষদের সদস্য আমিনুল হক ও হরিশ্চন্দ্রপুর বিধান সভার যুব সভাপতি আমিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। জানা গিয়েছে, ১৪ জানুয়ারি থেকে কংগ্রেসের দ্বিতীয় জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছে সাংসদ রাহুল গান্ধী।গতবার ভারত জোড়ো যাত্রায় দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতকে জুড়েছিলেন রাহুল গান্ধী।এবার পূর্বের সঙ্গে পশ্চিম ভারতকে জোড়ার অভিযানে নেমেছে কংগ্রেস নেতা।মণিপুর থেকে শুরু হয়েছে এই জনসংযোগ যাত্রা।এরপর তা পৌঁছবে নাগাল্যান্ডে।সেখান থেকে এক এক করে অসম,অরুণাচল প্রদেশ,মেঘালয় হয়ে রাহুল গান্ধী পদযাত্রা করতে আসবেন পশ্চিমবঙ্গে।৫ দিনের পদযাত্রায় বাংলার ৭টি জেলার মধ্যে দিয়ে যাবে কংগ্রেসের জনসংযোগ যাত্রা।মোট ৫২৩ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে বিহারে পৌঁছবেন।সেখান থেকে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা,উত্তর প্রদেশ,মধ্য প্রদেশ,গুজরাট হয়ে ৬৭ দিনে ১৫টি রাজ্যের ১১০টি জেলার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মুম্বাইয়ে শেষ হবে এই পদযাত্রা।

জয়দেব কেন্দুলীর মেলার সূচনা করলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: প্রদীপ প্রজ্বোলনের মধ্যদিয়ে সূচনা হয়ে গেল শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কেন্দুলীর কবি জয়দেব মেলার। মেলা চলবে আগামী তিনদিন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেলার উদ্বোধক রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটিরশিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক(কাজল সেখ) । বীরভূমের জেলা শাসক ও সভাপতি জয়দেব মেলা কমিটি বিধান রায়, রবি মূর্মু কর্মদক্ষ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি বীরভূম জেলা পরিষদ, জয়দেব মেলা কমিটির সম্পাদক তথা বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় , নানুরের বিধায়ক বিধান মাঝি বোলপুরে সংসদ অসিত মাল সহ বিশিষ্টরা। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিন পুণ্যস্নানের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা শুরু হয়। এই মেলাকে ঘিরে মানুষের মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এই মেলা মূলত বীরভূমের সংস্কৃত পণ্ডিত জয়দেবের স্মৃতি তর্পণ উদ্দেশ্যে উদযাপিত হয়। অজয় নদের পাড়ে ছোট্ট গ্রাম জয়দেব কেন্দুলি। বীরভূম-বর্ধমান জেলার সীমান্ত বরাবর বয়ে চলা অজয় নদের ধারে কেন্দুলি গ্রাম। এখানেই ছিল রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের নিবাস। রাধাগোবিন্দের মন্দির সহ কেন্দুলিতে জয়দেবের স্মৃতিধন্য বহু দ্রষ্টব্য থাকলেও কেন্দুলির সব চেয়ে বড় পরিচয় পৌষ সংক্রান্তির মেলা, যাকে কেন্দ্র করে কেন্দুলির কথা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে। প্রাচীনত্ব ও জনপ্রিয়তার নিরিখে এ মেলা আজ দেশের অন্যতম প্রধান মেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রতিবছর সমাগম হয় লক্ষাধিক মানুষের। ঐতিহাসিকদের মতে গঙ্গাবোধে অজয়ে মকরস্নান উপলক্ষেই এই মেলার সূচনা হয়েছে সুদূর অতীতে। পরে তার সঙ্গে জয়দেবীয় ঐতিহ্যধারা যুক্ত হয়ে হয়েছে জয়দেবের মেলা। অজয় নদে মকর সংক্রান্তির দিনে পুণ্যার্থীরা স্নান করেন। এই সময় নদীতে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সমাপ্ত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নাট্যোৎসব

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রবল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবিবার সম্পন্ন হল বিনোদিনী নাট্যোৎসব। পাঁচদিনের এই নাট্যোৎসবে গত বুধবার শুভ সূচনা লগ্নে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক রাজেশ কুমার মণ্ডল, মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর জয়েশ ল, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রদোষ মিত্র, আইনজীবী সুভাষ চাকী, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে বালুরঘাটে রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে গত ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল পাঁচদিনের এই নাট্যোৎসব। প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দুটি করে নাটক মঞ্চস্থ হয়।নাটকের শেষে প্রতিটি দলের হাতে স্মারক তুলে দেন বিশিষ্টজনেরা। এবিষয়ে মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর জয়েশ ল জানান, ‘সবমিলিয়ে দশটি নাট্য দল বিনোদিনী নাট্য উৎসব ২০২৩-২৪ এ অংশ নিয়েছিল। প্রতিদিন দুটি করে নাট্য দলের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। প্রত্যন্ত এলাকার যে সমস্ত নাট্য দলগুলি শহরে নাটক মঞ্চস্থ করবার উপযুক্ত সুযোগ বা পরিবেশ পায়না এবং যে সমস্ত নাট্যদল গুলি ভালো নাট্য চর্চা করছে কিন্তু মঞ্চস্থ করবার উপযুক্ত ভালো পরিবেশ পায়না , তাদের সেই শিল্পকর্ম তুলে ধরবার জন্য সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যে দশটি নাট্যদল নাটক পরিবেশন করেছে, সেই নাট্য দলগুলিকে আর্থিক মূল্য পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে।

পাকুয়াহাটে কম্বল বিতরণ

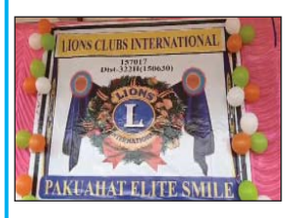

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল পাকুয়াহাট এলিপ স্মাইলের পক্ষ থেকে আনন্দ নিকেতন মহাবীর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রায় দুই হাজার মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এই সংস্থার সভাপতি অখিল সিংহ বলেন, আমাদের ক্লাব ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে পথ চলা শুরু করে। এভাবে সামাজিক কাজ করে যাওয়া হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণিমা বারুই দাস, মালদা জেলা পরিষদের মেম্বার অশোক সরকার, বামনগোলার বিডিও রাজু কুন্ডু প্রমুখ।

শীতে শিশুদের বস্ত্র বিতরণ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জবুথুবু দক্ষিণবঙ্গ। পুরুলিয়া হার মানাচ্ছে গ্যাংটককে। এই পরিস্থিতিতে সামাজিক সংস্থা পাশেই আছি ঝালদা পৌঁছে গেল পুরুলিয়ার ঝালদা ২ নং ব্লকের বিখ্যাত কাড়িয়র শিব মন্দিরের পাশে ঢোড়িটাঁড় গ্রামে । রবিবার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, “৫০ জন শিশুদের আমরা এদিন সোয়েটার তুলে দিলাম আগামীদিনে স্বামী বিবেকানন্দের পথে আরো কাজ করতে চাই ।” এই দিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রদ্যোত আশ, তপেশ্বর কুইরি, পার্থ সারথি আ , লক্ষণ লাল সাহু সহ আরো অনেকে ।

সর্বধর্ম সমন্বয় ও শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা সেহারাবাজারের চেতনা উৎসবে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দেশের অন্যতম বিরলতম প্রতিষ্ঠান সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। যারা সারা বছর মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে । দশ বছর ধরে চলা সেহারাবাজার মদিনা বাগে তিনদিনের চেতনা উৎসব শেষ হল। শুরু হয়েছিল বিশ্ববরেণ্য আলেম মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমীর দুয়ার মাধ্যমে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য , সমাজসেবী, মাদ্রাসা, মক্তব, সম্প্রীতি সহ বহু মুখী সেমিনার সংস্কৃতি উৎসব শীতবস্ত্র বিতরণ, বিকলাঙ্গদের সাইকেল বিতরণ, গরিব অসহায় ,অসুস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করা হয় । এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এস এইচ জি অফিসার তথা প্রাক্তন জেলা শিক্ষা আধিকারিক শামস তিবরেজ আনসারি, দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এসডিও সদর সাউথ কৃষ্ণেন্দু মন্ডল, তৃতীয় দিনে এসডিপিও সদর সাউথ সুপ্রভাত চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় দিনের বিশেষ অতিথি হিসাবে জয়রাম বাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভুদানন্দ জি মহারাজ। এছাড়া খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ ,রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা ,জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম ,জেলা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়,খন্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম , অধ্যাপক জাহির আব্বাস,কবি সমির ঘোষ, বিশিষ্ট উদ্যোগ পতি মহেন্দ্র সিং সালুজা, আইন জিবি পার্থ হাটি,হাজী মহবুবুল হক ,মৌলানা নুর আলম ,মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী,মুফতি ইব্রাহিম, মুফতি সৈয়দ হোসাইন আহমেদ সহ অসংখ্য বিশিষ্ট অতিথি ।তিন দিনে অসংখ্য কবি ,সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ,জেলা পরিষদের সদস্য ,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ ,পঞ্চায়েত প্রধান ও বিশিষ্ট সময় সেবিরা উপস্থিত হয়েছিলেন । মঞ্চ থেকে বহু গুণী ব্যক্তি কে সম্মাননা জানানো হয়। জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভুদা নন্দজি শান্তি সম্প্রীতি লক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে মহাত্মদের আদর্শের অনুরূপ। রামকৃষ্ণ দেব সমস্ত ধর্মের সমন্বয় করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবায় নিয়জিত আছেন । তিনি চেতনা উৎসব নাম করনের ভুয়সী প্রশংসা করেন।ফাস্ট জানুয়ারি রামকৃষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন তিনি মানুষকে আশীর্বাদ করে মানুষের চৈতন্য হোক বলে অভিবাদন করেছিলেন।সেই হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে অনুষ্ঠান শুরু রহমানিয়া ওয়েলফার ট্রাস্টের এবং তাদের চেতনা উৎসবের নামকরনের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। মঞ্চে বিশিষ্ট সাংবাদিক আজিজুর রহমান ট্রাস্টের সম্পাদকের নামে সুন্দর কবিতা লিখে বাঁধিয়ে এস ডি ও কৃষ্ণেন্দু মন্ডলের মাধ্যমে দিয়ে সম্মান জানান । অনুষ্ঠানের শেষ হয় ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন সাহেব এর অশ্রুসিক্ত নয়নে দুয়ার মাধ্যমে ।

তৃণমূলের ‘আঞ্চলিক সম্মেলন’ নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে কর্মীদের এক জোটে লড়াই করার বার্তা জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের। জানা যায় নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানায় চন্দ্র মন্ডল ও ব্লক তৃণমূল সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লার নেতৃত্বে রসুলপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নবগ্রামের বাগিড়াপাড়া এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূল কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অঞ্চল সম্মেলন। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করা ও এক হয়ে লড়াই করার উদ্দেশে এদিনের সম্মেলন বলে জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের সভা থেকে সকল স্তরের তৃণমূল কর্মীদের এক হয়ে লড়াই করার বার্তা দেন উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্ব। সবশেষে আয়োজন করা হয় বনভোজনের। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমান, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল,নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, বিধায়ক হুমায়ুন কবির, বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ্য অজিফা বেগম,রাজু রহমান,আসিফ ইকবাল সহ জেলা,ব্লক ও স্থানীয় অঞ্চল নেতৃত্ব।

যুবককে পিটিয়ে খুন ডোমজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: চাষের মাঠের পাশে ফাঁকা জমিতে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ডোমজুড়ের দাসপাড়া তালতলায়। কোদালের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। দেহের পাশ থেকে কোদালের বাঁট, গামছা ও সাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার বিকেল ৩-০৫ নাগাদ খবর পায় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার করে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। স্থানীয়দের অনুমান, পরিকল্পনামাফিকই কোনও ঘটনা বা পুরনো শত্রুতার জেরে এই খুন। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

চুরির কিনারা জয়নগর থানার

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের উওরপাড়া প্রদীপ পাল নামে এক ব্যাক্তির বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে বাড়ির দরজা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছিল গত ৪ ডিসেম্বর। ৬ ই ডিসেম্বর বাড়িতে ফিরে দরজা ভাঙা দেখে ঘরে ঢুকে দেখে আলমারি ভাঙা। এক সপ্তাহ পরে মেয়ের বিবাহের জিনিস পএ ছিল আলমারিতে আর সেই সব সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। বিবাহের গহনা সহ বিবাহের একাধিক সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। এরপর জয়নগর থানার অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য সহ পুলিশের বিশেষ টিমের তৎপরতায় ১১ জানুয়ারি জয়নগর থানার উওর পাড়া নিজ এলাকা থেকে মনিরুল লস্কর নামে এক দুষ্কৃতিকে ধরে। ধৃতের বাড়ি বকুলতলা থানার প্রিয়নাথের মোড় এলাকায় বলে জানিয়েছেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল।

কংগ্রেসের ‘ন্যায় যাত্রা’ পদযাত্রা এ রাজ্যে

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন:সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি মনিপুর থেকে মুম্বাই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সূচনা করেছেন। কংগ্রেস সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে বলে জানিয়েছে। একাধারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে এই পদযাত্রা বলেই জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর , বড়ঞা, ভরতপুর সহ মুর্শিদাবাদের একাধিক ব্লকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা করে কংগ্রেস। রবিবার প্রায় ৫ কিলোমিটার শহর পদযাত্রা করা হয় বলে জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেস মুখপাত্র জয়ন্ত দাস। অন্যদিকে লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস কর্মীদের উৎসাহ দিতে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমর্থনে পদযাত্রা ও পথসভা করলো বড়ঞা ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্ব। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাত মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের পাঁচথুপি থেকে ডাকবাংলা প্রযন্ত ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বরা ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সমর্থনে পদযাত্রা করে ডাকবাংলা মোড়ে একটি পথসভা করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। এই দিনের এই পদযাত্রা ও পথসভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আজাদ মল্লিক ও বিশ্বদেব ঘোষ, মহিলা সভানেত্রী পারুল বিবি, মহকুমা কংগ্রেস সম্পাদক সফিউল ইসলাম সহ একাধিক কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এ দিনের এই পদযাত্রা পথসভা থেকে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক আক্রমণ শানিয়েছেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। সামনে লোকসভা ভোট ভারত জড়ো যাত্রায় কংগ্রেস কর্মীদের অনেকটাই অক্সিজেন দেবে মনে করছেন বড়ঞার কংগ্রেস কর্মীরা।

শীতবস্ত্র বিতরণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দিন কয়েক ধরেই বেশ জাঁকিয়ে বসেছে শীত। এই শীতে বহু অসহায় মানুষকে ঠাণ্ডায় জবুথবু অবস্থায় রাতযাপন করার চিত্র দেখা যায়। রাস্তার ধারে পাশে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষের জটলা এবং তাদের মধ্যেও দেখা যায় ঠান্ডা থেকে একটু রেহাই পেতে আগুন পোহানোর চিত্র। সেই সমস্ত কথা অনুভব করে অসহায় দুস্থদের ঠান্ডার হাত থেকে একটু পরিত্রাণের লক্ষ্যে রবিবার খয়রাসোল ব্লকের সারসা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬৫ জন ব্যাক্তির হাতে শীতের কম্বল তুলে দিলেন ব্রাইটার ফাউন্ডেশন নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাকড়াকোন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রাবনী বাগ্দী, পঞ্চায়েত সদস্য সন্ধ্যা দাস, সমাজসেবী কাঞ্চন দে, সংগঠনের সম্পাদক কাঞ্চন ঘোষ, সভাপতি সুপর্না সাহা, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আব্দুল আজিম, পিটার চৌধুরী, গৌরী প্রসন্ন সিনহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন সংগঠনের সম্পাদক কাঞ্চন ঘোষ।

কালিয়াচকে জুনিয়র দিল্লি স্কুলের পথচলা শুরু

আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস

আপনজন: শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে কালিয়াচক আবারও তা প্রমাণ হল। এবার জুনিয়র দিল্লি স্কুল পথচলা শুরু করল এই কালিয়াচকেই। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির পর কালিয়াচক-৩ ব্লকের ১৭ মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে এই স্কুলের রবিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। ইংরেজি মাধ্যমের সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল পেয়ে খুশি এলাকাবাসী। এই নিয়ে কালিয়াচকের শিক্ষার জগতে নতুন আরেকটি পালক যুক্ত হল। এদিন হাজির ছিলেন বঙ্গরত্ন অধ্যাপক শক্তপদ পাত্র, প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক অরবিন্দ সিং, বিএসএফ-এর ৭০ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট সঞ্জয় শর্মা, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক স্বামী তপাহরানন্দ মহারাজ, কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর নাজিবার রহমান, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শমিপেন্দু ব্যানার্জি, সাউথ মালদা কলেজের অধ্যাপক আরসাদ আলম, শিক্ষারত্ন প্রধান শিক্ষক হরিস্বামী দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অতিথি শিক্ষিকা ড: সমাপ্তি সাহা প্রিন্সিপাল ডলি মুখার্জি জানান, ‘গোটা দেশে ২৫৮টি জুনিয়র দিল্লি স্কুল রয়েছে। এ রাজ্যে উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির পর কালিয়াচকে এই স্কুল পথচলা শুরু করল। আমরা গর্বিত এই স্কুল পেয়ে।

লুকু মাস্টারের দাফন সম্পন্ন ফুরফুরায়

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন:রবিবার ফুরফুরা দরবার শরীফে ফুরফুরা টাইটেল মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী ওরফে লুকু সাহেবের জানাজা নামাজ সম্পন্ন হল। নামাজে শরিক হয়েছিলেন বহু পীর সাহেব সহ এলাকার মুসল্লি এবং তাঁর অজস্র ছাত্ররা। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন শিক্ষক লুকু সাহেব ছিলেন মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর দাদা হুজুরের নিকটতম আত্মীয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী সহ চার পুত্র সন্তান।

আকড়ায় তবলিগি ইজতেমা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মেটিয়াবুরুজ সংলগ্ন আকড়ায় তিন দিনের তবলিগি ইজতেমায় রবিবার ছিল ব্যাপক সমাগম। ভিড় ছাপিয়ে যায় আকড়া রেল স্টেশনে। ছবি: মুহাম্মদ আনিস

প্রিমিয়ার লিগ: সিটিকে পাঁচ গোলের থ্রিলার জেতালেন ডি ব্রুইনা

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার সিটি ৩:২ নিউক্যাসল ইউনাইটেড ম্যাচশেষের বাঁশি বাজার পর পেপ গার্দিওলা মাঠে নেমে হাতের কাছে যাকে পেলেন, তাঁকেই পিঠ চাপড়ে, হাতে হাত মিলিয়ে অভিনন্দন জানালেন। যখন কেভিন ডি ব্রুইনার কাছাকাছি গেলেন, ম্যানচেস্টার সিটি কোচ যেন 'আকাশের চাঁদ' হাতে পেলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে, বুকে জড়িয়ে, চুলে হাত বুলিয়েও যেন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। সঙ্গে রেখে বেশ সময় নিয়েই অভিনন্দন জানালেন বেলজিয়ান তারকাকে। এর আগের আধা ঘণ্টায় ডি ব্রুইনা যা করেছেন, তাতে কোচের কাছ থেকে এমনভাবে বরণ হওয়ার কথা। ২-১ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি যখন নিউক্যাসলের রক্ষণ ভেদ করতে পারছিল না, তখন ডি ব্রুইনাই বদলি মাঠে নেমে এক গোল করে সমতা আনলেন, আরেক গোলে করলেন সহায়তা। তাতে বেশ খানিকটা সময় ম্যাচে পিছিয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি নিউক্যাসলকে হারিয়েছে ৩-২ গোলে।

ম্যাচে ম্যানচেস্টার ধাক্কা খায় একেবারে শুরুতেই। চতুর্থ সিটি ডি বক্সে ঢুকে যাওয়া আলেক্সান্ডার আইজ্যাকের কাছ থেকে বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে কাইল ওয়াকার ডাইভ দিলে সংঘর্ষ বাঁধে গোলকিপার এদেরসনের সঙ্গে। কয়েক মিনিট প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েও আর খেলার মতো প্রস্তুত হতে পারেননি এদেরসন। আট মিনিটে তাঁকে উঠিয়ে গোলকিপিংয়ে পাঠানো হয় জার্মান গোলকিপার স্টেফান ওরটেগাকে। ম্যাচে প্রথম গোলটি অবশ্য সিটিই করে। ২৭তম মিনিটে ওয়াকারের ক্রস থেকে পাওয়া বল দারুণ দক্ষতায় ব্যাকহিল ফ্লিকে জালে পাঠান বের্নার্দো সিলভা। তবে বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি সিটি। ৩৫তম মিনিটে ওয়াকারকে ফাঁকি দিয়েই বল সিটির জালে জড়ান আইজ্যাক। এর দুই মিনিট পর নিউক্যাসলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন অ্যান্থনি গর্ডন।

বিরতির পরও ভালোমতোই ব্যবধানে ধরে রাখে নিউক্যাসল। পাঁচ মাস চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা ডি ব্রুইনা গত ম্যাচের মতো আজও বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। ৬৯তম মিনিটে মাঠে নামার চার মিনিট পরই দলকে এনে দেন সমতার গোল। রদ্রির কাছ থেকে বল পেয়ে খানিকটা এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে নিচু শটে বল জালে পাঠান। ম্যাচে এটি ছিল ডি ব্রুইনার বলে পঞ্চম টাচ। ম্যাচ ২-২ করে অন্তত এক পয়েন্ট নিশ্চিত করে সিটি। তবে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ডি ব্রুইনার সৌজন্যে জয়ের গোলটিও পেয়ে যায় গার্দিওলার দল। বক্সের বেশ বাইরে থেকে উঁচু করে বল ভেতরে পাঠান ডি ব্রুইনা। যা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জালে জড়ান ৮২ মিনিটে বদলি নামা অস্কার বব।

এই জয়ে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে এসেছে সিটি। ২০ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট তাদের। সমান ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট এক নম্বরে লিভারপুল।

ভারতে স্পিন নির্ভর উইকেট নিয়ে অভিযোগ করবে না ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের সহ-অধিনায়ক ওলি পোপ বলেছেন, ভারতে টেস্ট খেলতে নেমে শুরু থেকে স্পিনবান্ধব উইকেট দেখলে তাঁর দল অভিযোগ করবে না। কন্ডিশন ও প্রতিপক্ষ বিবেচনায় ভারত স্পিননির্ভর পিচ তৈরি করলে সেটা স্বাভাবিকই মনে করছেন তিনি। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ইংল্যান্ড। পাঁচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটি শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি, ভেন্যু হায়দরাবাদ।

চলতি মাসের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত কেপটাউন টেস্টে দেড় দিনের মধ্যে শেষ হয়ে গেলে পিচ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। নিউল্যান্ডসের ম্যাচটিতে প্রথম দিন দুই দলের ২৩ উইকেট পড়ে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ হয় ইতিহাসের সবচেয়ে কম বলে (৬৪২)। ম্যাচ শেষে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, এ ধরনের উইকেটে খেলতে আপত্তি নেই তাঁর। তবে অন্যরা ভারতে খেলতে গেলে যেন স্পিননির্ভর পিচ নিয়ে প্রশ্ন না তোলে।

ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারও সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) দেশগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন। সামনের ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজ নিয়ে ব্রিটিশ মিডিয়া হইচই করবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'সামনে আরেকটি টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে এমন একটি দেশের সঙ্গে, যাদের সংবাদমাধ্যম সবচেয়ে বেশি ঘ্যানঘ্যান ও হাহাকার করে। তাদের দলের পক্ষে কিছু না গেলেই সমালোচনা করা হয়। অভিযোগও আসবে অনেক।'

ভারতে পা রাখার আগে ইংল্যান্ড দল সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুশীলন ক্যাম্প করবে। আজ দুবাইয়ের উদ্দেশে লন্ডন ছাড়ার আগে ইংল্যান্ডের সহ-অধিনায়ক পোপ গার্ডিয়ানকে বলেন, 'সিরিজ চলাকালে আশপাশে প্রচুর হইচই হবে। পিচ নিয়ে অনেক কথা হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, দুই দলই একই উইকেটে খেলবে। সুতরাং আমাদের যতটা সম্ভব প্রস্তুত থাকতে হবে।'

ভারত যদি তাদের কন্ডিশন, শক্তি ও প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে স্পিননির্ভর পিচ তৈরি করে, তাতে কোনো সমস্যা দেখেন না ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান, 'সিরিজটা ইংল্যান্ডে হলে আমরা হয়তো পেসারদের সুবিধার জন্য পিচে একটু বেশি ঘাস রাখতাম। সুতরাং ভারত তাদের স্পিনারদের সুবিধার কথা চিন্তা করলে সেটা অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

টেস্টের উইকেট খুব বেশি বোলিং-বান্ধব হলে ম্যাচে রান কম ওঠে। পোপ ধরে নিচ্ছেন আসন্ন ভারত সিরিজেও রান খুব বেশি হবে না। ব্যাটসম্যান হিসেবে এ নিয়ে অস্বস্তি নয়, বরং ইতিবাচক চ্যালেঞ্জই দেখছেন পোপ, 'আমার তো লো-স্কোরিং টেস্ট ম্যাচ দেখতে ভালো লাগে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত ম্যাচ দেখেছি। দারুণ ছিল। ব্যাটসম্যানরা খুব কষ্টে রান তুলছিল, আবার বলও উড়ে যাচ্ছিল। একইভাবে ভারতেও হয়তো কম রানই দেখব। তবে ম্যাচের প্রথম বল থেকেও যদি বলে স্পিন করে, আমরা অভিযোগ করব না। এখানে নিজেরা একটা উপায় বের করে নেওয়াটাই আসল কথা।'

মেসি-সুয়ারেজদের 'সুন্দর ফুটবল' মায়ামিতে

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে আল ইত্তিহাদে যোগ দেওয়ার পর করিম বেনজেমার সময়টা যে ভালো কাটছে না, সেটা স্পষ্ট হয়েছে আরও আগেই। এবার আল ইত্তিহাদের অনুশীলন ক্যাম্প থেকে বাদ পড়েছেন ব্যালন ডি'অরজয়ী ফরাসি তারকা। নির্ধারিত সময়ে ক্লাবে হাজির হননি, এমনটাই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।

তবে করিম বেনজেমার পক্ষের দাবি, মরিশাসের ঘূর্ণিঝড়ে আটকা পড়েছিলেন তিনি। যে কারণে সময়মতো সৌদি আরবে পৌঁছাতে পারেননি। সৌদি প্রো লিগে এখন মধ্য মৌসুমের বিরতি চলছে। এক মাসের বেশি সময়ের বিরতির পর লিগ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি। এরই মধ্যে সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি কাটিয়ে আবার ক্লাবে ফিরতে শুরু করেছেন কোচ-খেলোয়াড়েরা। উদ্দেশ্য, মধ্য-মৌসুম ক্যাম্পে অংশগ্রহণ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদ এই মুহূর্তে লিগের পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বরে অবস্থান করছে। যে কারণে মৌসুমের বাকি অংশের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে দুবাইয়ে অনুশীলন ক্যাম্পের আয়োজন করেছে কর্তৃপক্ষ। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, বেনজেমা নির্ধারিত সময়ে হাজির না হওয়ায় তাঁকে দুবাইয়ের অনুশীলন ক্যাম্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দুবাইয়ে রওনা হওয়ার আগে শুক্রবার সৌদি আরবের জেদ্দায় আল ইত্তিহাদে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল বেনজেমাকে। কিন্তু গত মাসের ধারাবাহিকতায় এবারও তিনি নিয়ম মানেননি। সৌদির একটি সূত্র মার্কাকে জানায়, গত মাসে ইত্তিহাদের তিনটি অনুশীলন সেশন মিস করেছিলেন বেনজেমা। এবার যুক্ত হয়েছে স্কোয়াড পুনর্মিলনীতে অনুপস্থিতি।

ইত্তিহাদের আর্জেন্টাইন কোচ মার্সেলো গ্যালার্দো বেনজেমাকে ছাড়াই দুবাইয়ে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৪ বছর রিয়াল মাদ্রিদে কাটানো বেনজেমার বিষয়ে জানতে মার্কার পক্ষ থেকে তাঁর ব্যবস্থাপনা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মার্কা লিখেছে, বেনজেমার ক্যাম্প থেকে মরিশাসের ঘূর্ণিঝড়কে কারণ দেখানো হয়েছে। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মরিশাসে এখন সাইক্লোনের ক্লাস ওয়ান (চারের মধ্যে) সতর্কতার মধ্যে আছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণেই বেনজেমা নির্দিষ্ট সময়ে সৌদি আরবে যেতে পারেননি বলে দাবি তাঁর ব্যবস্থাপনা দলের।

দেখা না হলেও কোহলি-জোকোভিচ 'বন্ধু', দুজন দুজনায় মুগ্ধ

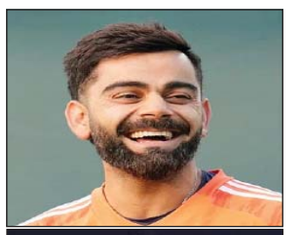

আপনজন ডেস্ক: তর্ক সাপেক্ষে দুই খেলার দুই সেরা তারকা তাঁরা। একজন ওয়ানডে ক্রিকেটে একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ৫০ শতকের মালিক। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাঁর শতক ৮০টি। অন্যজন রেকর্ড ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা। দুই জগতের সেরা এই দুই তারকা হলেন বিরাট কোহলি ও নোভাক জোকোভিচ।

এই দুজনই আবার একে অন্যের বন্ধু। সামনাসামনি দেখা, গল্প, আড্ডা—তেমন বন্ধু নন, মূলত একে অন্যের অর্জনের প্রতি মুগ্ধতাই এই দুজনের সম্পর্ককে বন্ধুত্বের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। সামনাসামনি দেখা না হলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাই তাঁদের কথা হয় নিয়মিতই।

আজ এক্সে বিসিসিআই প্রকাশিত একটি ভিডিওতে জোকোভিচকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোহলি। শুনিয়েছেন দুজনের প্রথম কথা বলার গল্পও। যে গল্পটা কম মজার নয়! তিনি বলেছেন, 'ইনস্টাগ্রামে নোভাকের প্রোফাইল দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, মেসেজ বাটনে ক্লিক করি। ভেবেছিলাম, তাঁকে হ্যালো বলি। এরপর আমি তাঁর মেসেজ আমার ডিএমে (প্রত্যক্ষ মেসেজ বক্স) দেখতে পাই। আমি কখনো আমার মেসেজ বক্স দেখিনি। যখন প্রথমবার দেখি, দেখতে পাই, সে আমাকে বার্তা পাঠিয়েছে। ভাবছিলাম পরীক্ষা করে দেখি, নকল আইডি কি না। পরীক্ষা করার পর দেখলাম, এটা আসল আইডি। এর পর থেকে আমরা কথা বলেছি, মাঝেমধ্যে বার্তা আদান-প্রদান করছি। তাঁর সব অর্জনে অভিনন্দন জানিয়েছি।'

গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়াংখেড়েতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে ৫০ শতকের মালিক হন কোহলি। এরপর কোহলিকে বার্তা পাঠিয়েছেন জোকোভিচ। ইনস্টাগ্রামে স্টোরিও দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কোহলি বলছেন, 'সম্প্রতি আমি যখন ৫০ শতকের দেখা পাই, সে একটা স্টোরি দিয়েছিল, দারুণ বার্তাও পাঠিয়েছে। আমাদের সম্পর্কটা পারস্পরিক মুগ্ধতার, সম্মানের। তাঁর ফিটনেসের প্রতি আগ্রহ, আমি নিজে অনুসরণ করি। যদি সে ভারতে আসে বা সে যেখানে খেলছে, আমি সেখানে যাই, অবশ্যই দেখা করব। আরাম করে একসঙ্গে কফি খাব।'

কদিন আগেই মেলবোর্নে টেনিস কোর্টে ক্রিকেট ব্যাট হাতে তুলে নিয়ে বেশ মজা করেছিলেন জোকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট তারকা স্টিভ স্মিথের সঙ্গে সেদিন টেনিসও খেলেছিলেন তিনি। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে গেছে।

এমন ভিডিও চোখে পড়েছে কোহলিরও, 'স্টিভ ও তার খেলার ক্লিপটা আমি দেখেছি। আমরা যেভাবে র‍্যাকেট ব্যাট সুইং করতে পারব, সে তার চেয়ে অনেক ভালো ব্যাট সুইং করতে পারে। স্টিভও দারুণ করেছে তার সার্ভ ফিরিয়ে দিয়ে।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আজ বেলা দুইটায় মাঠে নামবেন জোকোভিচ। এই টুর্নামেন্টের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন কোহলি, 'নোভাক, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের জন্য শুভকামনা। আমি জানি এত বড় ইভেন্টের জন্য তুমি কতটা রোমাঞ্চিত, কতটা প্রস্তুত। আশা করছি, টুর্নামেন্টটা তোমার দারুণ কাটবে।'

নবাবপুর হাই মাদ্রাসা (উ. মা.)-র বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: চন্ডীতলা নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নবাবপুর হাই মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিকের নিজস্ব মাঠে ১১ই জানুয়ারি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিত। বেশ কয়েকটি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারী জয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উক্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ফাঁসহুর রহমান সিদ্দিকী এছাড়া মাদ্রাসার আজীবন সদস্য চন্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মদক্ষ সমাজসেবী সেখ মোশারফ আলি ছড়াও উক্ত মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সম্পাদক সভাপতি নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জাহাঙ্গীর মল্লিক মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষিকা এছাড়াও বিশিষ্ট গুণীজনেরা বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত হয়ে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেন সকলেই। ১৩ই জানুয়ারি মাদ্রাসার নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত সেখ মোশারফ আলী তিনিও হিট দা উইকেট অংশগ্রহণ করে জয়ী হন এছাড়াও প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক ও জয়ী হোন। দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ জয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় পাশাপাশি সেখ মুশরাফ আলীকেও পুরস্কৃত করা হয়। দুই দিনের অনুষ্ঠানে সকলেই ভীষণ আপ্লুত। উল্লেখ্য সাংবাদিক সেখ আব্দুল আজিমকে পুষ্পস্তক মোমেন্টো দিয়ে সম্মান প্রদান করা হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সেখ আব্দুল আজিম নবাবপুর হাই মাদ্রাসার উচ্চ মাধ্যমিকের সকলের প্রতি ভুয়াচি প্রশংসা করেন। প্রধান শিক্ষক জনাব ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে দুই দিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ব্রাইট ফিউচার কোচিং সেন্টারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ব্রাইট ফিউচার কোচিং সেন্টারের পরিচালনায় রবিবার পুরাতন মালদার ভাবুক অঞ্চলের পূর্ববাঙ্গাপাড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল ৭ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। এদিন পুরাতন মালদার আটমাইল থেকে পূর্ববাঙ্গাপাড়া ময়দান পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৭ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেন জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও প্রতিযোগিতারা। তাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৫ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ৩ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ২ হাজার এবং বাকিদের সান্তনা পুরস্কৃত করা হয়।

এছাড়াও ব্রাইট ফিউচার কোচিং সেন্টারের উদ্যোগে এদিন মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। প্রথমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা করেন কোচিং সেন্টারের শিক্ষকেরা এবং পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীর জন্য খেলাধুলা ও আকর্ষণীয় মহিলাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পাশাপাশি জানা গেছে, উক্ত অনুষ্ঠান ছাড়াও এদিন সাইবার ক্রাইম থানার পক্ষ থেকে সচেতনতা মূলক শিবির করা হবে।

হাতিশালায় দিনরাতের ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইস্রাফিল বৈদ্য ● নিউটাউন

আপনজন: বাঙালির শ্রেষ্ঠ খেলা ফুটবলকে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন এবং আনন্দের ভরপুর মুহূর্ত উপহার দিয়েছে নিউটাউন লাগোয়া হাতিশালা নজরুলনগর ইয়ং স্টার ক্লাব। রবিবার ক্লাবের পরিচালনায় দিবারাত্রি আটদলীয় এক নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা,বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,ভাঙ্গড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরাবুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মোমিনুল ইসলাম,ক্লাবের কর্মকর্তা জুলফিকার মোল্লা, মনিরুল ইসলাম মোল্লা, মনিরুল সাঁপুই,সামিমউদ্দিন প্রমুখ।প্রচুর দর্শক দিনরাতের এই খেলা উপভোগ করেন।

৫৪ বলের ৫৩টিই ডট বল!

আপনজন ডেস্ক: বল হাতে এক অনন্য কীর্তি গড়লেন আদিত্য সারোয়াট। ভারতের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট প্রতিযোগিতা রনজি ট্রফির এক ম্যাচে ৫৪ বল করে ৫৩টিই ডট দেন এ ভারতীয় স্পিনার। আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামে মহারাষ্ট্র প্রদেশের দল বিদর্ভর হয়ে মণিপুরের বিপক্ষে খেলতে নেমে ৯ ওভার বল করেন আদিত্য। এই ম্যাচে প্রথম দিনের খেলায় ৮ ওভারেই মেডেন করেন তিনি। এর মধ্যে যে বলটিতে রান হয়েছে, সেটি আবার এসেছে ছক্কা থেকে। আদিত্যকে ছক্কাটি হাঁকিয়েছেন মণিপুরের ব্যাটার বিকাশ সিং। তবে কয়েক বল পরেই বিকাশকে সাজঘরের পথ দেখান আদিত্য। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট পান তিনি। তার সঙ্গে ৫ উইকেট তুলে নেন আরেক বোলার আদিত্য থাকারে। এতে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭৫ রানে অলআউট হয় মণিপুর।

বিদর্ভর হয়ে এই ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাটিংও করেন আদিত্য সারোয়াট। ৮২ বলে ৬৯ রান করেন তিনি। তার দাপুটে ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে ২৩০ রান করে বিদর্ভ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬৫ রানে অলআউট হয় মণিপুর। এই ম্যাচে ইনিংস ও ৯০ রানে জয় পায় বিদর্ভ।

'মানবসেবা' সংস্থার সেবা কর্মসূচি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবসেবা ফাউন্ডেশন ও উদয়ন সংঘের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়ার খাজরা প্রাইমারী স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির, শীতবস্ত্র বিতরণ ও শিশু উৎসব। মানবসেবা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সরিফুল হাসান মিন্টু বলেন, 'প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার অসহায় মানুষদের সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা, শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের মাঠ মুখি করতে বিভিন্ন ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো।' উপস্থিত ছিলেন এসিএবি'র কনভেনার ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার। রক্তদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি, শিক্ষার্থীদের মাঠ মুখি করতে অনুপ্রাণিত করেন। পাশাপাশি সামাজিক কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা,স্বপ্ন, ক্যারিয়ার ও বাবা মায়ের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মোটিভেশনাল স্পিকার আবেদীন হক আদি। উপস্থিত মানবাধিকার সংস্থা সিপিডিআর-এর বিপ্লব ঘোষ, রফিকুল হাসানরা ন্যায় বিচার পেতে এলাকার মানুষকে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। জেলা ক্রীড়া সেলের সভাপতি ও অশোকনগর পৌরসভার কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ সাহা বক্তব্য রাখার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠমুখি করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মানবসেবা ফাউন্ডেশনের রাজ্য কমিটি পর্যবেক্ষক মহিনুর রহমান। এ দিন বিশিষ্ট চিকিৎসক, আইনজীবী এবং এলাকার গুণীজনদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মানবসেবা ফাউন্ডেশন ও উদয়ন সংঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব ও অন্যান্য সদস্যরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**